IMPACT

The Future Makers

Vol. 5. 2018-19

Central Research Committee
Shri Shikshayatan College, Kolkata

IMPACT

The Future Makers

Vol. 5. 2018-19

Central Research Committee
Shri Shikshayatan College, Kolkata

IMPACT

VOLUME V

July 2019 (July 2018 – June 2019)

EDITORIAL BOARD:

Dr. Jayati Das
Dr. Chitrita Banerjee
Dr. Tania Chakravertty
Dr. Illora Sen
Dr. Sushobhona Pal
Dr. Agnita Kundu

COVER DESIGN

Dr. Jayati Das

Printed by

PRATIRUP
35, Nandana Park, Kolkata – 700034
Phone: (033) 2403-7402

Published by

Shri Shikshsyatan College,
11 Lord Sinha Road,
Kolkata – 700071

EDITORIAL

It is a matter of pride to bring out yet another issue, Volume 5 of IMPACT, the Journal of the Research Committee, Shri Shikshayatan College. With great enthusiasm, Departmental Heads handed over composite research papers written by our students and articles based on the best Students' Research Projects. This year IMPACT once again covers a broad range of topics. Students of the Department of Bengali have attempted to contextualize selected works of Tagore while those belonging to the Post Graduate Department of English have studied the effect of psychology on the development of a certain genre of literature. 2018 marked the Armistice that that ended fighting on land, sea and air in the First World War and students of the Undergraduate Department of English paid a tribute to the soldiers and martyrs with an article on War Poetry. Researchers of the Department of Economics made an analysis of a very contemporary and pertinent issue, the inflation and monetary policy in India. Students of the Departments of Geography and Statistics collectively worked on temporal change in the variation of air pollution focusing their research in our own city. Students of the Department of Political Science made a survey on awareness about electoral issues and the agenda of national political parties keeping in mind the then imminent Lok Sabha Election.

We hope that you appreciate the effort put in by our students. Thank you.

Chitrita Banerjee
Tania Chakravertty
(Convenors)

:: CONTENTS ::

1. **Bengali : রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতার খোঁজে** 1
   গ্রন্থনা ও সমীক্ষা ঃ
   দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

2. **Economics :** An Analysis of Inflation and Monetary Policy in India : Post 2000 Period 14

5. **PG English :** Psycho-Analyctics in Literature Effect of Psychology on the Development of Novel 26

6. **UG English :** War Poetry 29

7. **Geography and Statistics :** Temporal Change in the Variation of Air Pollution in Kolkata 46

7. **Political Science :** Awareness About Electoral Issues and Agenda of National Political Parties in the 2019 Lok Sabha Election 52

রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতার খোঁজে

প্রকল্প ঃ ২০১৮-২০১৯

গ্রন্থনা ও সমীক্ষা ঃ
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ,
শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ

কিছু কথা

আজকের পাঠক এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্মিত চরিত্র - প্লট তাদের যাতায়াত, এই সমস্তটাই পারস্পরিক বিনিময় করে বেঁচে থাকে। বিনিময়ের বিষয় পাঠকের ক্ষেত্রে নতুন করে খুঁজে পাওয়া পাঠ, আর একবার ভাবতে বসা — রবীন্দ্র সাহিত্য দিয়ে যায় জীবনের বন্ধ জানলাগুলি খুলে যাওয়ার 'সোনা কাঠি - রূপো কাঠি'।

'পোস্টমাস্টার', 'সমাপ্তি', 'চোখের বালি', 'শেষের কবিতা' — এই প্রকল্পের বিষয় আশয় বলা ভাল, এই গল্প বা উপন্যাসের নায়ক চরিত্র ও তার ক্রমবিকাশ, উত্তরণ এবং তাদের প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের শেষ কবিতা 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?' — যার উচ্চারণের মধ্য দিয়েই লেখক যে জিজ্ঞাসার অবকাশ রেখেছিলেন, ২০১৯ সালের পাঠক 'সেই নিত্য উধাও' অথচ চিরন্তন অক্ষরকে নানাভাবে ভিতর ভিতর লালন করে চলে। আর এই ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার চারটি কেন্দ্র ধরে নিতে পারি রতন, মৃন্ময়ী, বিনোদিনী ও লাবণ্য চরিত্র।

আলোচ্য চরিত্রগুলির আবর্তন ঘটেছে তাদেরই চাহিদা অনুসারে, অবশ্য রচনার ধারাবাহিকতা নির্দিষ্ট অভিমুখে হয়নি, এবং সম্পর্কের সূক্ষ্ম তির্যক জ্যামিতিক পরিমাপও রবীন্দ্র লেখনীতে অনির্দিষ্ট। আর সমস্ত অনির্দিষ্ট অথচ রোজকার বয়ে চলা বাস্তবিকতাই এই চরিত্রগুলির 'আঁতের কথা'।

মৃন্ময়ীতে ছেলেতে মেয়েতে মেশানো গোটা মানুষ নির্মাণের শুরু, সেই থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রপাত বোধ হয়। উনিশ শতক- বিশ শতকের পরিবেশে প্রথম অন্যকিছু বা ব্যতিক্রমী উপন্যাস, যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা কেন্দ্রীয় চরিত্র বিধি নিয়ম সর্বস্বতার আধিকারিক নয়। লেখকের কলমে জ্যান্ত, মানবিক। ঘটনার প্রয়োজনে চরিত্ররা অনুশাসিত নয়, বরং চরিত্রদের পারস্পরিক যাতায়াত, বোঝাপড়া, ওঠানামায় কাহিনী ঘুরে বেরিয়েছে। পোস্টমাস্টার আর রতনের নামহীন সম্পর্ক দিয়ে যা শুরু, শেষের কবিতার অমিত-লাবণ্য তার 'Ultimate'; আর মৃন্ময়ী, বিনোদিনী এর মাঝের বৈচিত্র্য এবং ভাঙাচোরা অভিব্যক্তি — যারা ধীরে সুস্থে বদলানোর স্তম্ভকে নির্মাণ করেছে ধারাবাহিক ভাবে। ধারাবাহিকতা শব্দের অন্তরালে যে সিরিজ রহস্যের গন্ধ থাকে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সম্পর্ক সেভাবেই তৎকালীন সমাজে চমকপ্রদ ছিল। সমাজের পরিচিত নামকরণের ব্যারিকেড টপকে নারী-পুরুষ শুধুমাত্র প্রয়োজনের বাইরের অনুভূতির চাহিদায় পরস্পরকে তাদের যাপনে আশ্রয় দিয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই সম্পর্ক ভিন্নমুখে এগিয়ে যায়।

'পোস্টমাস্টার' এর বালিকা রতন ও পোস্টমাস্টারের নামছাড়া যাপনে রতনের হঠাতই নারী হয়ে ওঠা, অথবা 'সমাপ্তি'এর মৃন্ময়ীর ছেলেবেলা ক্রমে পেরিয়ে পরিণত নারীতে পৌঁছানো — শব্দের বিন্যাসে, বাক্যের বাঁধুনীতে অন্যমাত্রা পেয়েছে। 'চতুরঙ্গ' এর দামিনী, শচীশ, শ্রীবিলাস চরিত্রদের গঠন বিন্যাস, ভাবনা পরিণত হয়েই লাবণ্য-অমিত সম্পর্কের স্থিতি অথচ বহমান ভাবকে আশ্রয় দিয়েছে। সম্পর্কের বহুমুখী যাতায়াত, নিজস্ব যাপন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আলোচ্য চরিত্রদের দৃঢ়তার অন্তঃকরণে লালিত করেছেন সেই চোখ দিয়ে, যাদের বেড়ে ওঠা, চলাচল প্রকোষ্ঠ এবং বেয়ে চলা, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে একটা মোড় ফেরানো বাঁক। মানব-মানবীর জীবনে ঘটে আসা চিরকালীন অথচ চিরনতুন ভালোলাগার প্রাথমিক সূত্রপাত কোথাও ক্রমে গাঢ় হয় — তারপরেই কাব্যিক আশ্রয়, উভয়ের ছুঁতে চাওয়া মুহূর্তে সাবলীল হয় সেই অনুভব, ভালোলাগা, ভালোবাসা। অবাধ কিন্তু সমগ্র জীবনের বিস্তৃত পরিসর সেই পাশাপাশি চলা, শেষ পর্যন্ত 'বিবাহ' নামক সামাজিক ট্যাবু পেরিয়ে বহমান থেকেছে। রতন ও মৃন্ময়ী চরিত্রের গড়নে বালিকা সুলভ কোমলতা আছে, বিনোদিনী আর লাবণ্য চরিত্রের মধ্যে সেই কোমলতা - মননের সাথে লেখক জুড়েছেন দৃঢ়তা ও মেধা। রতনের সঙ্গে পোস্টমাস্টারের যোগাযোগ রতনকে পরিণত করেছিল। মৃন্ময়ীও সময়ের সাথে নিজেকে বুঝতে পেরেছিল, অনুভব করেছিল সম্পর্ককে। বিনোদিনী চরিত্রের, নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়ার বৃত্তকে সম্পূর্ণ করেছিল মহেন্দ্র, বিহারী দুজনেই। আর লাবণ্য তার নিজস্ব আর্দ্রতায় প্রশ্রয় দিয়েছিল শুধুমাত্র মুহূর্তের নিশ্চয়তা, জীবনের প্রবাহমানতাকে।

মানুষের জীবনের রোজকার বিবর্তনে যে বদলে যেতে থাকে চাহিদা, অনুভবের মাত্রা, এসবই 'অমিত রায়' এর চরিত্রের ভিতর দিয়ে লেখক প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের অমিত ও লাবণ্য উভয়েরই পরস্পরকে, তাদের অস্তিত্বকে নির্দিষ্ট গতানুগতিক সামাজিক আবহে বাঁধতে দ্বিধা করেছিল। এই সংকোচকেই লেখক সাবলীল রেখেছেন তাঁর নির্মাণে। জীবনের বেশ কিছু সত্যি বা ছেড়ে যাওয়া তৎকালীন সমাজে দৃঢ় ভাবে তুলে ধরার যে 'আধুনিকতা' রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, সেই বাঁক ধরেই পাঠক এই সময়ে বসে মিলিয়ে নিতে পারে নিজেদেরকে। দুটি মানুষের মানসিক তথা চারিত্রিক গঠনের ভিন্নতা উভয়ের যৌথ যাপনকে যে আশ্রয় দেয়, তার থেকেই নিজেদের অস্তিত্বের বৃহত্তর সন্ধান — ভিন্ন গতিমুখের খোঁজ পায় মানুষ। লাবণ্যর মধ্য দিয়েই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মানব-মানবীর সম্পর্কের পরিপূর্ণ ভাবনার প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সম্পর্কের ধারাবাহিকতার জোরালো বাতাস মানুষের মনের বন্ধ জানলাগুলি খুলে দেয়। মানুষের মৃত্যুর আগে অবধি যেমন মতান্তর সম্ভব, তেমনি যে কোনো পরিধিতে অমিত ও লাবণ্য উভয়েই তাদের সম্পর্ককে না ফুরিয়েই বেছে নিয়েছিল নতুন জীবন, নতুন অভ্যাস। যে সম্পর্ক তাদের সমৃদ্ধ করেছে তাকে অস্বীকারের প্রয়োজন হয়নি।

আলোচ্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবনের অপরিহার্যতাকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখক। আর এই অপরিহার্যতার সূত্র ধরেই চরিত্রগুলি আজও প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথের নির্মিত চরিত্র ঃ আজকের পাঠক

রবীন্দ্র সৃষ্টির কল্যাণে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে অবিস্মরণীয় কিছু নারী চরিত্র। 'পোস্টমাস্টার'-এর রতন, 'সমাপ্তি' এর মৃন্ময়ী, 'চোখের বালি'-এর বিনোদিনী, 'শেষের কবিতা'-এর লাবণ্যর তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। এই সমস্ত নারী

তাদের চরিত্রের দৃঢ়তায়, বাংলা সাহিত্যের পাঠকের স্মৃতিতে নিজস্বতায় উজ্জ্বল। রবীন্দ্রমানসে নারী শুধুমাত্র কোমলতা, স্নেহ ও প্রেমের প্রতিভূ নয়, বরং অনেক সময়েই নারী নীতির প্রশ্নে আপোষহীন, সভ্যতার সংকটে বিবেক এবং সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে নির্মিত।

রবীন্দ্র বিশ্বের নারীরা শুধু পুরুষের ছায়ামাত্র নয়, যা সে যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই স্বাভাবিক বলে গণ্য হতে পারতো। বরং যুগের তুলনায় আশ্চর্যরকম অগ্রসর ছিল তার সৃষ্ট নারী চরিত্রেরা। এই সকল চরিত্রগুলিই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং স্বমত অভিমুখী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্র চিন্তায় নারী মুক্তির পথ যত বিকশিত হয়েছে, তার সৃষ্টিতেও নারীর স্বাধীনতার পথ তত উন্মোচিত হয়েছে। এখানে রতন, মৃন্ময়ী, বিনোদিনী, লাবণ্য এই চার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে একটা উত্তরণের ছবিকেই স্পষ্ট করা হলো।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনের বয়ঃসন্ধি লগ্নের আলো আঁধারির হৃদয় অনুভূতি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তখনকার বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বদলি হওয়া শহুরে পোস্টমাস্টারটি তার অগোছালো জীবনে বালিকা রতনের যাবতীয় সেবা নিতে ত্রুটি করেনি। কিন্তু সেই আন্তরিক সেবার ফাঁকে একটি সুকুমার মন কেমন করে পোস্টমাস্টারের দিক থেকেও মমতার প্রত্যাশী হয়েছে তার খোঁজ না রেখে, স্থানান্তরে যাওয়ার মুক্তির আনন্দে রতনের মনের লেখাগুলিকে পড়ে দেখেনি পোস্টমাস্টার। পোস্টমাস্টারের প্রতি রতনের অনুভূতিকে কি নামে পরিচিতি দেওয়া যাবে? ভক্তির আনুগত্য, সেবাজনিত সখ্য, নাকি বাল্য আর কৈশোরের বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়ানো রতনের অমলিন প্রেমের প্রথম পদচারণ? প্রশ্নটির সমাধানে বহুমত তৈরি হয়েছে। সমগ্র গল্পটিতে রতনের ভালোবাসা এক অসম্ভবের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। গল্পের শেষ পর্যায়ে রতন সেই অসম্ভব প্রেমকে সত্যি বলে স্বীকার করে নেয়। এর মূল কারণ হল পোস্টমাস্টারের অসুস্থতা, পোস্টমাস্টারের রোগশয্যাই রতনকে অধিকারের নতুন দখলীস্বত্ব দিয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই। 'বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না' কারণ মনের দিক থেকে রতন তখন পরিণত, প্রেম তাকে এই পরিণতি দিয়েছে। নিরাময়ের পর পোস্টমাস্টারের দিক থেকে দ্বারপ্রান্তবাসী রতনের কাছে আর ব্যাকুল আহ্বান পৌঁছায়নি। পোস্টমাস্টারের কাছে রতনের প্রত্যাশা পেয়েছে উদাসীনতা। প্রকৃতির উদ্দাম বিষণ্ণতার মধ্যেই ছোটো জীবনটুকুর সমাপ্তি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ রতনকে বয়ঃসন্ধি লগ্নের নারীর হৃদয়ে প্রেম বেদনা মিশ্রিত এক মূর্তি হিসেবে নির্মাণ করেছেন। লেখক গল্পের উপসংহারে 'ভ্রান্তিপাশ' শব্দটি লিখেছেন। উদাসীনের কাছে প্রেমের প্রত্যাশা ভ্রান্তি বৈকি, তবুও এই ভ্রান্তি রতনের ক্ষেত্রে অনিবার্য এবং দ্বিতীয় 'ভ্রান্তিপাশ'-এ পড়ার জন্য তার ব্যাকুলতাও অনিবার্য। রতনের মধ্যে দিয়ে শাশ্বত নারী সত্তার যে পরিণতি তা অত্যন্ত প্রগাঢ় ভাবে দেখা যায়। নারীর মানসিক পরিবর্তনের ফলে যে বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে নতুন ভাবে গড়ে ওঠে, রতন চরিত্রে তার প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। মনস্তত্ত্বসম্মত ভাবে নারী প্রকৃতির উদ্বোধন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পে। এছাড়াও যৌবনে পদার্পণকারী বালিকাবধূর মধ্যে নারীত্বের পূর্ণ জাগরণ তিনি দেখিয়েছিলেন। 'সমাপ্তি'তে মৃন্ময়ীর পরিবর্তনের আকস্মিকতা দেখানোর জন্যই লেখক প্রথম থেকে মেয়েটির চরিত্রে বালকসুলভ চাঞ্চল্য ও দৃঢ়তার সঞ্চার করেছেন। এহেন মৃন্ময়ীর জীবনের বাল্য অধ্যায়টুকু নিজের অজান্তেই কখন জীবন থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। বিবাহে অনিচ্ছুক মেয়েটিকে বাধ্য হয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে হয়েছে কৈশোরের সীমাহীন সারল্য আর বালকের মত চাঞ্চল্য নিয়ে। ফলে স্বামীর গৃহে নানা সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। সমাজ পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন তার মধ্যে অকস্মাৎ জাগ্রত হয়নি। সাধারণ নারী সুলভ সত্তার উদ্বোধন ঘটেছে ঘটনার প্রেক্ষিতে। তবে, তা ঘটেছে অন্তরের

উৎস থেকে। পরিবার এবং সমাজ তো নির্ধারিত 'নারী সত্তা'র প্রতিই দাবি রাখে। শুধুমাত্র সুখের জন্য স্বভাবগত এই রূপান্তর কি স্বীকৃতিযোগ্য? যৌবনের স্বাভাবিক নিয়মেই অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল স্বামীর প্রতি আন্তরিক টান মৃন্ময়ীর আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময়ীর বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন তার শ্বাশুড়ি তাকে অজস্র নিয়মের বেড়াজালে বদ্ধ করে বাইরে থেকে পরিবর্তন চাপিয়ে দিতে চেয়েছে, ব্যাপ্ততার মধ্যে রূপান্তর ঘটেনি। অপূর্ব'র কলকাতা যাওয়ার পর থেকে বিশাল অবকাশে, দীর্ঘ বিরহে, নিঃসঙ্গ যাপনে তার মধ্যে প্রিয় মানুষটি সম্পর্কে এক সচেতন বোধ জন্ম নিয়েছে। মৃন্ময়ী নিজের স্বভাবগত পরিবর্তন প্রসঙ্গে সচেতন নয়। মৃন্ময়ীর অন্তরের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনের স্তরান্তর উন্মোচন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তী 'নষ্টনীড়' গল্পের 'চারুলতা' চরিত্রের অবচেতনের প্রতিটি পরত পর্যবেক্ষণ এবং প্রকাশের প্রাথমিক আভাস 'সমাপ্তি' তে পাওয়া যায়।

'চোখের বালি' উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাল্য বিধবা বিনোদিনীর চিত্তে পুরুষের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্খার জাগরণ ও তার মানসিক পরিবর্তনের টানাপোড়েন অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। নারীর মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তার রূপান্তর ঘটেছে। বন্ধুত্ব পাতানোর ক্ষেত্রে বিনোদিনী যে ধারণা নিয়ে আসে, তা রবীন্দ্রসৃষ্ট নারীর এক নতুন বৈশিষ্ট্য। 'গঙ্গাজল', 'বকুলফুল' এইসব প্রচলিত ধারণা ভেঙে দিয়ে বিনোদিনী 'চোখের বালি' — এই ধারনার মধ্যে বন্ধুত্বের নতুন দ্বন্দ্ব সংঘাত পূর্ণ এক ভাবসঞ্চার করেছিল, যা তৎকালীন সময়ে একদমই নতুন বিনির্মাণ। নিঃসংকোচে তাই বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বাঙালি নারীর চরিত্র রবীন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম সৃষ্টি হল। বিনোদিনী সুন্দরী এবং বিধবা, রাজলক্ষ্মীর বদান্যতায় বিনোদিনী সেই মা ও ছেলের সংসারে এসে উপস্থিত হয়। বৈধব্যসূত্রে যে সংসারে সে এসেছে, অতীতের একটা সময় এই সংসারই তার ভবিতব্য ছিল। সেই সুখের সবটুকু আত্মসাৎ করে বসে আছে নেহাতই গোবেচারা, 'আশালতা' নামের এক বালিকা। বিনোদিনীর এতদিনকার আত্মপীড়ন, নিঃসঙ্গতার বেদনাবৃত্তে সমর্পিত মন এই পরিবেশের সান্নিধ্যে সমস্ত ছদ্ম প্রচ্ছদ খুলে ফেলে অহং ও মর্যাদা বিজড়িত প্রেমানুভূতির গৌরবে অভিষিক্ত হতে চাইল। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে বিধবা বিনোদিনীর প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব আর ক্ষুব্ধ অহংকারী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী চরিত্রের জীবনাগ্রহ, সূক্ষ্ম আত্মসজাগতা, মর্যাদাবোধ, শ্রদ্ধাজনিত প্রেমাকাঙ্খার জটিল রূপরেখাটি যেমন তুলে ধরেছেন, বিধবার অর্ন্তদ্বন্দ্বময় মনোজগতের পরিচয়টিও দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর চরিত্রের মধ্যে অহং চেতনা ছাড়াও প্রেম, কামনা, আকাক্ষা ও সৌন্দর্যবোধের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন চমৎকার নৈপুণ্যে।

বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর অবদমিত কামনা বাসনা আর প্রেম চেতনার প্রকাশ যেমন ঘটেছে, নিজের পছন্দের পুরুষকে পুরোপুরি জয় করার ভাবনাও ধরা পড়েছে। এই নারী, কোনো সন্দেহ নেই একেবারে নতুন কালের আত্মপ্রত্যয়ী নারী।

'লাবণ্য' সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র — সহজ স্বতস্ফূর্ত একজন মানুষ, একটি মেয়ে মাত্র নয়। সে স্বাধীন জীবিকার অধিকারী। লাবণ্য'র লেখাপড়া, ভাবনাচিন্তার একটা নিজস্ব জগৎ আছে, আর আছে এক স্বচ্ছ বুদ্ধির দীপ্তি — তারই প্রতিফলনে ব্যপ্ত তার জীবনদৃষ্টি, প্রতিদিনের যাপন। লাবণ্য সহজ, তা সত্ত্বেও তার জীবন বদ্ধ পরিসরে সীমায়িত নয়। অমিতের বিবাহ প্রস্তাবকে লাবণ্য অস্বীকার করেছে। নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে লাবণ্যের বক্তব্য, দায়হীন প্রেমের সত্যতাকে মেনে নেওয়া একেবারেই স্বতন্ত্র — রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন আধুনিক অথবা প্রাচীন, সংবেদনশীল মানুষের গভীর

অনুভব একই — তার প্রকাশ সময়ের বদলে অন্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে লাবণ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মূলত যার হাতে। সম্পর্কের সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র নারীর আর নারী পুরুষের সম্পর্ক মানেই সমাজ স্বীকৃত বন্ধন নয়। বিয়ে অর্থেই প্রচলিত দাম্পত্য নয়, অনেক ব্যাপ্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে সম্পর্ককে তিনি লাবণ্যের মধ্যে দিয়ে মুক্তি দিলেন। এ মুক্তি শাস্ত্র বর্ণিত মোক্ষ নয়, বরং বলা যায় এখনকার পরিভাষায় 'breathing space' — সম্পর্কের মাঝে একটা খোলা আকাশ।

লাবণ্যের সমস্তটাই বুদ্ধিতে পরিব্যপ্তি। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তার মধ্যে কেবল 'বেদনার শক্তি নয়, সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি'। উপন্যাসে অমিতকে ভালোবেসে লাবণ্যের নতুন জন্ম হয়। নতুন জন্ম পাওয়া লাবণ্য বুঝতে চেয়েছে তার ফেলে আসা জীবনে শোভনলালের তার প্রতি অনুভব — মনে হয়েছে সেদিনের লাবণ্য উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধে ব্যক্তির সত্য অনুভবকে মূল্য দিতে পারেনি। অমিতের সঙ্গে সম্পর্ক লাবণ্যের হৃদয়ের সেই বদ্ধ প্রকোষ্ঠের দরজাটা খুলে দিয়েছিল — ব্যক্তি লাবণ্যকে পূর্ণতা দিয়েছিল। তাই লাবণ্যের লেখা শেষের সে কবিতায় রয়েছে সম্পর্কের সত্য অনুভব, পরিণত মনের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। জীবনে অন্য সম্পর্ককে গ্রহণ করেছে লাবণ্য কিন্তু অমিতের প্রতি ভালোবাসা তাকে পূর্ণতা দিয়েছে, অনুভব উপলব্ধির বন্ধ প্রকোষ্ঠ উন্মুক্ত করেছে। সে যেন তার জীবনের অন্য 'আরম্ভ' — জীবনের সেই সত্য অনুভব সে অস্বীকার করেনি, তাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছে।

আত্ম অনুসন্ধানের ঠিক কতগুলো পথ থাকে? সম্পর্কের স্বরূপ চিনতে চিনতেই কি মানুষ নিজেকে চেনে? নাকি নিজের মানস সরোবরে তার পরিচয় ছড়িয়ে থাকে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো তেমনই এক কালজয়ী সৃষ্টি। ঠিক কতটা আত্ম সচেতন হলে স্রষ্টার প্রতিবিম্বে এমনভাবে এক আত্মবিশ্বাসী আত্মদ্রষ্টার রূপ ফুটে ওঠে? কতটা জীবন পার হলে এমন ছেড়ে রেখে বাঁধার অনুভবে পৌঁছানো যায়? চেনা যায় সম্পর্কের তিক্ততাহীন অনন্তের সীমানাকে। সেই কারণেই আজও আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মগরিমায় উজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের এই নারীরা আমাদের জীবন ও সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

রতন ঃ 'পোস্টমাস্টার'

'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্লট খুব চেনা এবং পরিচিত হলেও 'বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না', রতনের এই জার্নিটা খুব চেনা নয়।

একটা প্রত্যন্ত গ্রাম উলাপুর — সেখানের নাবালিকা রতন শহুরে সদ্য চাকরি পাওয়া পোস্টমাস্টারের কাছে আশ্রয় পেয়ে যেন তাকেও আশ্রয় দেয় — তার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠে, অসুস্থতায় কখনও 'মা' বা কখনও 'দিদি' হয়ে তাকে সাহচর্য দেয়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, সে যেন কখনও মা, কখনও দিদি আবার কখনও সে ছেলেমানুষ 'রতন' herself। এই যাত্রাটি আমাদের ভাবায় কারণ আমরা সূক্ষ্ম জিনিসকে সূক্ষ্ম ভাবে ভাবতে শিখেছি, গভীরতা খুঁজতে শিখেছি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই রতনের বিবর্তন এবং সার্থকতা।

একটা অশিক্ষিত, দরিদ্র ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যের কিশোরী কিন্তু নিজের দায়িত্ব পালনে অটুট থাকে, সেটা পোস্টমাস্টারের স্নানের জল তোলা হোক, কি তার খাবার তৈরি। নিখুঁত দক্ষতায় সে পালন করে।

রতন আদতে যে আর্থসামাজিক অবস্থাকে তুলে ধরেছে সেটার মধ্যে থেকে সে নিজে একটি বিস্ময়ের মতো। 'কিছু

না পাওয়া' সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে না পাওয়াতেই ভরাট রতনের জীবন। বাবা মা কে তো পায়নি, ভাইকেও অকালে হারিয়েছে। স্নেহ, আদর থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকা মেয়েটি যখন হঠাৎ 'দাদাবাবু'র অল্প সহায়তা পায়, তাকেই সে আঁকড়ে ধরে, নিজের মতো করে তার পদ্ধতিতে 'সম্পর্কটা' লালনপালন করে।

কিন্তু 'রতন'রা ক্ষণিকের দায় ছাড়া আর কিছু পাওয়ার উপযুক্ত নয়। তাই পোস্টমাস্টারের কথা অনুযায়ী 'আমার পরে যিনি এখানে ট্রান্সফার হয়ে আসবেন, তাকে বলে দিয়েছি তোর দেখাশোনা করতে...'র আড়ালে চাপা পড়ে যায় রতনের দাদাবাবু'কে আঁকড়ে বাঁচার আর্তি। শুধু 'দেখাশোনা' করাতেই যে সব নয় তা প্রাপ্তমনস্ক পোস্টমাস্টার বুঝতে পারে না। তার কাছে অবোধ রতনের মানসিক বিবর্তন অজান্তেই অনেকটা পরিণত হয়ে ওঠে।

মৃন্ময়ী ঃ 'সমাপ্তি'

'মৃন্ময়ী', নামকরণেই রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের ভাবটি প্রকাশ করেছেন। 'মৃৎ' অর্থে 'মাটি' যখন মৃৎশিল্পীর যাদুতে নির্দিষ্ট আকার পেয়ে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে — 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীও তাই। চঞ্চল বালিকা থেকে সে কখন নিজের অজান্তেই পরিপূর্ণা হয়ে উঠবে অপূর্বর অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে, তাই হলো 'সমাপ্তি' গল্পের বিষয়।

বিবাহ নামের সামাজিক পরিণতি মৃন্ময়ীর বাল্যকালে চরম 'বাধা' হয়ে দাঁড়ায়। তার পরিবার, তার দস্যুতা, সবটা ছাপিয়ে ওঠে তার বিবাহ পরবর্তী জীবন। তার স্বামী অপূর্বর মায়েরও সে হয় 'চক্ষুশূল'। তার মনে হয় তার শিশু সুলভ জগতকে তার থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য অপূর্ব দায়ী। জমতে থাকে অপরিণত মনে অপূর্বর প্রতি অভিমান। কিন্তু কিশোরী মৃন্ময়ীর মায়া ভরা মুখে অপূর্বও নিজের অজান্তে আবদ্ধ হয়। সম্বল হিসেবে আগলানোর হাত বাড়ায় মৃন্ময়ীর দিকে। গড়ে ওঠে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ; চঞ্চল, সংসারে অমনযোগী মৃন্ময়ীকে সাংসারিক করে তোলবার জন্য। অপূর্ব তার দায়িত্ববোধে অনড় থাকে। এমনকি বাবার জন্য মন খারাপ করায় অপূর্ব তাকে নিজ দায়িত্বে তার বাবার কাছে নিয়ে যায়। এমনকি পথে মৃন্ময়ীর হাত ধরে তাকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। এই প্রথম মৃন্ময়ী অপূর্বর অস্তিত্ব তার জীবনে অনুভব করে। ছোট্ট অপরিণত মৃন্ময়ী অপূর্বর ওপর নির্ভর করতে থাকে নিজের অজান্তেই। তার ছোটোখাটো ছেলেমানুষী কিংবা তার আবদার এই মানুষটির কাছে এসে পূর্ণতা পায়। ঠিক এরকমই তার সেই অপছন্দের অপূর্বকে আশ্রয় করার মুহূর্তে অপূর্ব বাইরে চলে যায়। অপূর্বর অনুপস্থিতিতে মৃন্ময়ীর সমস্ত জগৎ যেন বদলে যায়। তার তখন মনে হয় 'সবকিছু থেকেও নেই' এমনকি তার নিজের বাড়িও অপূর্বর অনুপস্থিতিতে আর ভালো লাগে না।

রবীন্দ্রনাথ মৃন্ময়ীর পরিণত হওয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন 'নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করিলেও সে জানিতে পারে না অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখন্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানে নাই।' — অপূর্বর অনুপস্থিতিতে নতুন এক সত্ত্বা মৃন্ময়ীর জাগরণ ঘটায়। চঞ্চল অপরিণত শিশু মনের মৃন্ময়ী যেন অপূর্বর ভালোবাসায় নির্ভরতায় পরিপূর্ণ মানবী হয়ে উঠল।

বিনোদিনী ঃ 'চোখের বালি'

'রাজর্ষি' গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রায় পনেরো বছর পরে নবপর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'চোখের বালি'র ক্রমিক প্রকাশ আরম্ভ হয়। মানুষের সম্পর্ক, তাদের মনের অন্তরালে বয়ে চলা আলোড়ন এই সমস্ত কিছু নিয়েই রবীন্দ্রভাবনার নবনির্মাণ 'চোখের বালি'র বিনোদিনী। 'চোখের বালি' প্রকাশের সময়টাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯০৩-এ বই আকারে

প্রকাশিত হয় চোখের বালি। দেশজুড়ে অস্থির পরিস্থিতি, তার মধ্যেই মানুষের জীবনবোধ নানা অতৃপ্তি - হতাশা। এই সকল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় দেশাত্মবোধ। সমস্ত ভাবনাই ব্যক্তিগত থেকে ক্রমশ বৃহত্তর জীবনে পৌঁছে যাচ্ছে। এই নবভাবনার স্বচ্ছ প্রকাশই বিনোদিনী।

বৈশাখ ১৩০৮ থেকে ১৩০৯ এর কার্তিক সংখ্যায় রবীন্দ্র প্রবর্তিত নবপর্যয়ের বঙ্গদর্শনে 'চোখের বালি' ক্রমিক প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৩০৬ সালে আষাঢ় মাসের আগেই 'বিনোদিনী' নামে গল্পের খসড়াটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। উপন্যাসের কাহিনী অনুসারে বিনোদিনী শিক্ষিত, তার আধুনিক জীবনবোধ আছে। মহেন্দ্র ও বিহারী উভয়ের সঙ্গে জীবনের একটা সময় বৈবাহিক সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় কিন্তু বিবাহ হয় অন্য ব্যক্তির সাথে। সেই বিবাহ সফল হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই স্বামীর মৃত্যু হয়। মহেন্দ্রর মায়ের সূত্রে মহেন্দ্রর বাড়িতে ফিরে আসে বিনোদিনী। মহেন্দ্রর মায়ের ভাবনায় আশালতা তাঁর মনের মতো পুত্রবধূ হয়ে উঠতে পারছে না। আশালতার পরিবর্তে বিনোদিনীর যোগ্যতাই বারবার প্রমাণ করতে চাইছেন মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষ্মী। বিনোদিনী ছিল তাঁরই নির্বাচিত পাত্রী, মহেন্দ্রর জন্য। ক্রমশ নানা মানসিক জটিলতার মধ্যে দিয়ে ঘটনা এগিয়ে চলে। বিনোদিনীকে কেন্দ্র করেই যেন উপন্যাসের প্লট তৈরী হয়ে উঠেছে। যেখানে কাহিনী চরিত্র নির্মাণ করছে না, চরিত্রকে নির্ভর করেই কাহিনী নির্মাণ হল। ব্যক্তি চরিত্রের মনের গহনের দোলাচলতাকেই প্রকাশের চেষ্টা। বিনোদিনী শুধুমাত্র 'নারী', এই ভাবনায় দেখা যায় না — তিনি ব্যক্তি, যার নিজস্ব জীবনবোধ আছে। উপন্যাসের কাহিনী অনুসারে বিনোদিনীকে কখনও মনে হচ্ছে মহেন্দ্র-আশালতার দাম্পত্য জীবনের অ-সুখের কারণ, আবার কখনও দেখা যাচ্ছে বিহারীর মনে তার প্রতি দুর্বলতা। এর মধ্যেও 'বিনোদিনী'র মনের নানা অতৃপ্তির প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। জটিল সংসার জীবনে একজন মানুষ নানা সম্পর্কের সূত্রে বাঁধা। তার মধ্যে দিয়েই নিজস্ব ভাবনাকে রূপ দেবার চেষ্টা চলছে, যেখানে বিনোদিনীর ভাবনায় নানা দ্বন্দ্ব কাজ করছে। একদিকে সমাজ তার জীবনের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করছে কিন্তু বিনিময়ে কিছুই ফিরে পাওয়ার নেই। এখানেই বিনোদিনীর মনে বিদ্রোহী ভাবনা কাজ করছে। ব্যক্তিত্বের এই বোধই বিনোদিনীর মধ্যে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে। বিনোদিনীর অন্তর্বিরোধ। মহেন্দ্রর গৃহে মহেন্দ্রকে জয় করেও সে তাকে গ্রহণ করতে পারছে না। বিহারীর কাছে নিজের জীবনের অনেকটা ভাবনা প্রকাশ করে তাকে ভালোবেসেছে। বিহারীও তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সম্পর্কের। সামাজিক ভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছে কিন্তু বিনোদিনী বিহারীর অনুভবকে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিয়েছে।

লাবণ্য ঃ 'শেষের কবিতা'

সময়টা ১৯২৯, 'শেষের কবিতা'র প্রকাশ। প্রায় একশো বছরের দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে আজও উপন্যাস সহ চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা কিছুমাত্র কমে যায় না, উপরন্তু সময়ের সাথে নতুন পাঠ তৈরী হচ্ছে।

'যোগাযোগ'-এর পরেই 'শেষের কবিতা' লেখা হয়। প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৩৫ এর ভাদ্র সংখ্যা থেকে প্রকাশ শুরু হয়, চৈত্র মাসে শেষ হয়, প্রায় 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সঙ্গে। দুটি উপন্যাসে ভাবনার কিছু অভিন্নতা আছে। বিবাহকে অন্তর থেকে গ্রহণ করেও শেষ পর্যন্ত কুমুদিনী মধুসূদনকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে পারলো না। একদিকে ছিল অবক্ষয়, সামন্ততান্ত্রিক অহমিকা, অন্যদিকে নারীত্বের আত্মমর্যাদাবোধ। শেষপর্যন্ত মধুসূদনের সন্তানের জন্ম দিতে ফিরে গেলেও প্রথাগত দাম্পত্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখল না। 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত দাম্পত্য নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তি ভাবনায় সম্পর্ককে মুক্তি দিলেন।

'মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।'

ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত লাবণ্যর বাবা অবনীশ দত্ত, যাঁর জীবনে বিদ্যাই ছিল একমাত্র শখ, কিন্তু নিজের লাইব্রেরির থেকেও লাবণ্য তাঁর কাছে অনেক কাছের। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয় সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়, সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না।' লাবণ্যর মনে স্বামী সেবার এতটুকু ভাবনা যদিও কোনো সময়ে থাকত সেটা গণিতের চর্চায় মজবুত করে গাঁথা হয়েছিল, লাবণ্যও তার বাবার সেই ভাবনাতেই নিজেকে গড়ে তুলেছিল। যেখানে বিবাহিত জীবনের আকাঙ্খা এতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে না। পরবর্তী সময়ে অমিত রায়ের আকস্মিক সাক্ষাৎ যেন লাবণ্যের প্রাত্যহিক যাপনকে নাড়িয়ে দিল। ''অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে, 'জাগো' লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে''।

লাবণ্য সমসাময়িক সমাজের নারীবৃত্তের বাইরের এক অসাধারণ উজ্জ্বল, শিক্ষিত, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব — ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মেকিত্ব তাকে গ্রাস করতে পারেনি। ভোরের আলোর মতোই স্পষ্ট তার চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। শিলং পাহাড়ে প্রথম সাক্ষাতেই অমিত চমকে উঠে তার উদ্দেশ্যে বলে, 'চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র'। লাবণ্য প্রাত্যহিক জীবনে অমিতের সংস্পর্শে এসেছে, দুটি মানুষের ভাবনার আদান প্রদানের সঙ্গে তাদেরও ভাব বিনিময় হচ্ছে। লাবণ্যর মনে হচ্ছে সে বদলাচ্ছে। বাবার শিক্ষায় বড় হয়ে ওঠা লাবণ্যর মনের বন্ধ জানলাগুলি ক্রমশ খুলছে। লাবণ্যর মনে হচ্ছে অমিতের মনের গড়নটা অত্যন্ত শৌখিন-স্বতন্ত্র, যেখানে প্রতিটি কথাই তার মনে উচ্ছ্বাস তোলে। সেই উচ্ছ্বাসের জন্যই লাবণ্যকে তার প্রয়োজন। অমিত-লাবণ্যের সম্পর্কে সবথেকে বড় মিলন মুক্তির মধ্য দিয়ে। বিবাহের পর দুটি মানুষের মাঝে এতটুকু ফাঁকা থাকে না, একেবারে দুটি গোটা মানুষ পরস্পরকে ভেঙেচুড়ে গড়বার কাজ শুরু করে দেয়। ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া ভাবনাকেও ক্রমশ হত্যা করা হয়। তখনই শুরু হয় মস্ত বিরুদ্ধতা। এখানেই যেন লাবণ্য আর পাঁচটা নারী চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। অমিত লাবণ্যকে ছোট জগতে অনুসন্ধান করেছে কিন্তু লাবণ্য সংক্ষিপ্ত পৃথিবী থেকে সরে এসে বৃহত্তর জগতে তাদের সম্পর্ককে খুঁজে নিতে চেয়েছে। এখানেই লাবণ্য স্বতন্ত্র, লাবণ্যর মনে হচ্ছে প্রেমটুকু হোক একমাত্র সত্য, দুটি মানুষের একসাথে পথ চলা হয়তো সত্যি হয়ে উঠবে না! অমিত লাবণ্যকে সাংসারিক জীবনে দেখতে চাইলে, সেখান থেকেই বিরোধ তৈরী হবে। তাই দাম্পত্য নয়, বিশ্বজগতে মুক্তির মধ্যে দিয়েই অমিত লাবণ্যর প্রেমের মুক্তি হোক।

'সবচেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়
সে আমার প্রেম।'

লাবণ্য স্বতন্ত্র, তার ব্যক্তিত্বে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কৃত্রিমতা স্পর্শ করেনি। যার নিজস্ব পরিচয়ই যেন একটি 'স্টাইল'।

'শেষের কবিতা'য় অমিতের নারীদের প্রতি আগ্রহ ছিল না, কিন্তু উৎসাহ ছিল — লাবণ্য সেই অমিতের নতুন করে জাগরণই ঘটায়নি, জাগরণ ঘটিয়েছে নিজেরও। অমিতের সংস্পর্শে এসে সে তার ভেতরকার সুপ্ত অনুভূতির গভীরে যে একটি 'মন'ও আছে, যা একটু ভালোবাসার উত্তাপে গলবার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষারত ছিল, তাকে জাগিয়েছে। তার পুঁথিগত জীবনে সুখের আপেক্ষিকতা দিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন 'প্রেমিকা', 'সম্পূর্ণ' লাবণ্য।

লাবণ্য চরিত্রটি আরও এ যুগের মতো হয়ে উঠেছে, তার স্বাধীন, উন্নত মানসিকতার জন্য। সেকালের মেয়েদের মানসিক পরিকাঠামোর বাইরে লাবণ্য ছিল অনন্য। তাইতো অমিতের সাথে বাকি পথ চলা 'উচিত' হবে না বলে বিচ্ছেদই সে শ্রেয় মনে করে। একসাথে না চললেও লাবণ্যের ভালোবাসা যে অমিতের জন্য 'মৃত্যুঞ্জয়ী' তাও সে বলে যায়। তাদের এই অসম্পূর্ণতা যতই বিরহের হোক তাই যেন তাদের সম্পূর্ণ করে তোলে। তার মত বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত এই সময়কার মেয়েরাও সহজে নিতে পারবে না, তাদের হারানোর ভয় থাকে। লাবণ্যর অমিতকে হারানোর ভয় ছিল না, কারণ তারা যে তাদের নিজের জায়গাতে একই, 'আলাদা' ভাবে পথ চলতে চাইলেও তাদের চাওয়াতে কোনো 'মিথ্যে' ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ যথাযথ ভাবে এখনকার মেয়েদের মতোই লাবণ্যকে সেইযুগের বাঁধা ছকের ভেতরকার নারী চরিত্র থেকে আলাদা ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। লাবণ্যের মধ্যে দিয়ে যে জীবনের দর্শন পাওয়া যায় তা সত্যিই আমাদের চিন্তা ভাবনাকেও আরও পরিণত করে। লাবণ্যের এই মননশীলতাই এখনকার পাঠককে আকর্ষণ করে। তার ত্যাগও যে তাকে পূর্ণতা দেয়, এ জন্যই লাবণ্য ব্যতিক্রমী এবং স্বতন্ত্র।

মৃন্ময়ী থেকে লাবণ্য ঃ একটা জার্নি

রবীন্দ্র সাহিত্য এবং মানব জীবনের 'সম্পর্ক' — এই যোগাযোগ যেন চিরকালীন। যেন আমাদের সচরাচর অনুভব করতে না পারা সম্পর্কগুলোও তিনিই তৈরী করে গেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির দিক দিয়ে অন্যান্য জাতির তুলনায় অধিক শক্তিশালী কারণ তাদের 'একজন' রবীন্দ্রনাথ আছেন। মানবজীবনের এমন কোনো পর্যায় নেই, যেখানে তাঁর বিচরণ নেই। অসম্পর্কীয় সময় থেকে শুরু করে, সম্পর্ক হওয়া, সম্পর্কের চলাচল, দূরত্ব সব যাপনেই তাঁর যাতায়াত। মানুষের সমস্ত অনুভূতির সাথে রবীন্দ্র সাহিত্যের সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও এই জানার আনন্দ আপেক্ষিক কিন্তু শান্তি চিরন্তন। এই আনন্দ বড় বিস্ময়ের... কারণ রবীন্দ্রনাথকে জানা হলো সেই 'মহাভারত'এর শুরু কিংবা শেষ হারিয়ে ফেলার মতো। কারণ এ জানার না আছে প্রথম, না সমাপ্তি! দীর্ঘ এক পথ, এক জনমেও চলা হয়ে ওঠে না।

ঠিক রবীন্দ্রনাথকে জানার অসীম স্তরের মতো তার রচনার চরিত্রদের বিশ্লেষণও সহজ কথা নয়। আর সবচেয়ে আগ্রহের, তাঁর 'সম্পর্ক' নিয়ে চারিত্রিক বিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রটি।

আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে বলা যায় সম্পর্কের গবেষক। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের পরীক্ষানিরীক্ষা করে তার যথাযথ রূপদানে ছিল তাঁর আগ্রহ। আর সবচেয়ে বড় কথা এ সম্পর্ক চোখের আয়ত্তে থাকা, নাম জানা সম্পর্ক নয় — অ-নামের সম্পর্ককেও তিনি বাস্তবিক করে তুলে পাঠকমনে বিস্ময় জাগিয়েছেন।

সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে এই ভাবনা কয়েক শতাব্দী পরও সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক। শিকড় এত গভীর, অথচ ডানার হাওয়ার বিস্তার মাইলের পর মাইল — সময় পাল্টায়, জীবনে আসে পরিবর্তন — জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও দিনকে দিন পাল্টায় তাই নিয়ম; সম্পর্কের প্রভাব পড়ে মানব মনের বিকাশে। তাই থেকেই জন্ম নেয় নতুন মননের চরিত্র। বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথের লেখায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব, নারী চরিত্রের বিকাশ বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে — তারা তাদের ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন সম্পর্কের সংস্পর্শে এসে নিজেদের অজান্তেই হয়ে

উঠেছে 'পূর্ণ'। আর ঠিক এখানেই লেখক ঘটিয়েছেন 'বিবর্তন'। আর সম্পর্কের প্রভাবে নারীদের বিবর্তনই আমাদের আলোচ্য বিষয়। যে কোনো সৃষ্টি আমাদের তখনই খুব ভালো লাগে, যখন তার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের খুঁজে পাই। শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, সাহিত্য — তাঁর অবাধ যাওয়া আসা। আমরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি রবীন্দ্রনাথ চিরকাল বিভিন্নপ্রকার বিষয়বস্তুকে নিয়ে বিভিন্নভাবে ভাবিয়েছেন, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিতে যখন উপলব্ধি করেছি জীবনের দর্শন, তার সত্যতা আমাদের প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। তাঁর মত করে কোথাও এতটা 'আপন' কিছু পাইনি। তিনি যেন জীবনের সমস্ত রঙ ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর নির্মাণে। তাঁর লেখার ভিতরেই সমগ্রতার খোঁজ পেয়ে যাই অনায়াসে। সবচেয়ে বেশি যা ভাবায়, 'সম্পর্ক' নিয়ে 'গবেষণা'। পরিচিত মহলের বাইরে যেসব অ-নামী সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠে। সাধারণভাবে বোধহয় যা আমাদের চোখে পড়ে না কিন্তু তা স্থাবলম্বী হয়ে ওঠে সময়ের সাথে নিজের মতো। সবক্ষেত্রে পরিণতি হয়তো বাঁধা নিয়মে হয়না কিন্তু সেই পরিণতি আবার চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে অগ্রাহ্য করবার মতো নয়।

রবীন্দ্রনাথকে চিনেছি সেই ছোটোবেলায় মায়ের সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে 'আমাদের ছোটো নদী...' কিংবা 'কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি' পড়ার মধ্যে দিয়ে। তারপর সময়ের ধারায় 'ফটিক', 'বলাই' কিংবা 'অমল'; বড়ো হয়েছি এদের মতো কিছু চরিত্রের সঙ্গে। ঠিক সেই রকমই জীবনের বড়ো হওয়ার সময় মন খারাপ হলেও তাঁকেই পেয়েছি আশ্রয় হিসেবে। 'যদি জানতেম, আমার কিসেরও ব্যথা তোমায় জানাতাম...' হয়ে উঠেছে মুহূর্তের আত্মসান্ত্বনার মহৌষধি। আবার হয়তো ক্ষণিকের মোহে পড়ে গুণগুণ করেছি 'সখী ভালোবাসা কারে কয়...'। ভাবতে অবাক লাগে একজন মানুষ কিভাবে জীবনের এতগুলি দিক, — সে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন যাই হোক, সমান তালে নিখুঁত ভাবে এঁকে গেছেন। মানুষের জীবনের এমন কোনো আবেগ, অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া নেই যা বোধহয় তাঁর রচনায় নেই। যার মধ্যে শুরু শেষ নির্ধারণ না করে মুহূর্তেই বিলীন হওয়া যায়, শুধু তাই নয়, চরিত্রগুলির সাথে মিশতে মিশতে নতুন জন্ম হয় পাঠকেরও, হয় নতুন আত্মোপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি'র যাপন চিত্র নির্মাণে সবচেয়ে বেশি স্থান দখল করে আছে 'নারী জাগরণ' এর 'নতুন' অধ্যায়। তাঁর সময়ের সাপেক্ষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের নারীরা তাঁর রচনায় হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র; পুরুষের পাশাপাশি হয়েছে 'প্রতিষ্ঠিত', 'স্বাধীনচেতা' ও 'সাহসী', যা সত্যিই ছিল তাঁর অকল্পনীয় প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে প্রথম প্রচলিত ছক ভেঙে ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন। শুধু কাব্যের অংশ নয় পুরুষের ভোগবিলাসের 'অবলম্বন' নয়, রবীন্দ্রনাথ নারীকে 'নায়ক' চরিত্রে রূপায়িত করে তাঁর সমকালের মধ্যে আধুনিক চেতনার প্রমাণ দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে এঁকেছেন শব্দতুলির হরেক আঁচড়ে। কখনও সেই নারী বহুবর্ণা উজ্জ্বল, কখনও দুঃখে সাদাকালো, কখনও বা হারানোর যন্ত্রণায় জীর্ণ - ক্ষয়ে যাওয়া। সে যাই হোক না কেন, সবটুকু তাঁরই আবিষ্কার। সেই আবিষ্কার, রবীন্দ্র ভাবনায় অনুভবে। তাঁরই কথায়

'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা ...'

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ নারীর পথচলার রেখাচিত্র, একটি বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ গ্রাফ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এমন কোনো পরিস্থিতি বাদ দেননি নারীদের, পুরুষের পাশে সমান স্থানে নিজ পরিচয়ে দাঁড়ানোর। পুরুষতন্ত্রের

বিরুদ্ধে সত্যের মুখোমুখি নারীর বলিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হোক কিংবা ইংরাজী শিক্ষার 'কালচার' — একে একে 'আধুনিকতা' দিয়ে ভরিয়েছেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে ছক ভাঙতে তিনিই দেখিয়েছেন। যেমন, 'চোখের বালি'তে সদ্যবিধবা শিক্ষিতা বিনোদিনী তথাকথিত 'বঞ্চিত নারী' — নিয়ম উপেক্ষা করে বেরিয়ে এসেছে বাইরের বড়ো জগতে। কিংবা 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য এসেছে সেই সময়কার প্রেক্ষাপটে সমাজে গতানুগতিক প্রথা ভাঙা আধুনিক নারীর ভূমিকায় — যাকে পেলাম মুক্ত, স্বাধীন এবং আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে। 'প্রেমিকা' লাবণ্যের চেয়ে সেখানে আলোকিত হয়েছে ব্যক্তি লাবণ্যের বিচক্ষণতা এবং তার অকপট সিদ্ধান্ত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথমদিকে পূর্বসূরীদের মতোই নারীকে পুরুষের প্রেরণা বা সঙ্গিনী মাত্রই দেখেছেন। পরিবর্তনটি আস্তে আস্তে তাঁর লেখায় ফুটে উঠতে থাকে। বিনোদিনী ও লাবণ্যয় তাঁর 'নারী বিবর্তন' বা পরিবর্তনের জার্নিটা একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। প্রথম দিকে 'পোস্টমাস্টার' ও 'সমাপ্তি'-এর রতন ও মৃন্ময়ী উভয়ই নাবালিকা ছিল। কিন্তু সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তাদের মানসিক রূপান্তর, তাদের বয়সের তুলনায় তাদের যে সাবলীল প্রতিষ্ঠা, সেই ভাবনা কিন্তু আধুনিক কালের। তাদের রচনার প্রেক্ষিতে সময় অতিক্রমের ছোঁয়া না থাকলে পরিণতিতে আমরা নিজেদের মনস্তাত্ত্বিকতার সাথে মেলাতে পারতাম না।

পাঠক মতামত ঃ
সমীক্ষায় পাওয়া টুকরো কিছু কথা

এই প্রকল্পের ভাবনায় বারবার উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর নির্মাণে, বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার বহমানতা। সত্যি কি আমরা আজকের পাঠক তাদের নিত্য চলাচল আর অবসরে, সময়ের আলিঙ্গনে বুড়ো হয়ে যাওয়া লেখায় এবং প্রাচীন আখ্যা পাওয়া সেই লেখককে সমসাময়িক ভাবতে পারি? লাবণ্য, বিনোদিনী, মৃন্ময়ী এবং রতন চরিত্রের গড়ে ওঠা বা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সাহিত্য যেন একটা সিরিজ একটু একটু করে এঁকেছিল। রতন এবং পোস্টমাস্টার, তাদের ভালোলাগা আর নাম দিতে না পারা পারস্পরিকতা, এই ছিল শুরু — তারপরের নির্মাণে ছেলেতে মেয়েতে মেশানো গোটা মানুষ মৃন্ময়ী, তার অনুভব — তার পরের ধাপগুলি মজবুত করেছে। বিনোদিনী সবাইকে অতিক্রম করে গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে চরিত্রের চাহিদায়। হিন্দু বিধবার আটপৌরে সততা আর প্রবৃত্তির লড়াই এর অর্থকে এক নতুন বৃত্তে আনলেন লেখক। আর লাবণ্য তার দৃঢ় কাঠামো দিয়ে স্ত্রী পুরুষের পরিচিত সম্পর্কের ছক ভাঙলো। স্বচ্ছতা আনল সম্পর্কে — ফুরিয়ে যেতে দিল না দুজন মানুষের ভালোলাগা। আর এই নির্মাণগুলিকেই প্রশ্ন আকারে সাজিয়ে সমীক্ষা করা হলো ভিন্ন সামাজিক অবস্থানের বহু মানুষের মধ্যে। প্রথমত, স্পষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখনো প্রাসঙ্গিক এবং তাঁর লেখায় উঠে আসা আলোচ্য চরিত্ররা বর্তমান পাঠকের কাছে পরিচিত। অনেকেই এই চরিত্রের ভিতরকার ধারাবাহিক পথ চলা বা জার্নি মিলিয়ে নিতে পেরেছেন আবার অনেকেই মিলিয়ে নিতে পারেননি কিন্তু দেখা যায় চারজনের এই ভিন্ন গতিপথ যে একজন সম্পূর্ণ নারীর নিজস্ব বৃত্তের পরিধি বাড়িয়েছে তাতে সব পাঠক একমত। নিজেদের ব্যক্তিগত যাপনের সঙ্গে পাঠক তার পড়া উপন্যাসের চরিত্রদের মিলিয়ে নিয়েছে বা নিতে পেরেছে আবার অনেক পাঠকই তার ব্যক্তি যাপন আর শব্দ দিয়ে গড়া চরিত্রদের একই সরলরেখায় আনতে পারেননি। ছক-ভাঙা সময়ের বলিষ্ঠ চরিত্ররা তাদের নির্মাণকালের থেকে আধুনিক ছিল এবং সেই আধুনিকতা দীর্ঘ সময় পেরিয়েও কোথাও জীর্ণ হয়ে যায়নি, আজ উজ্জ্বল।

এই প্রকল্পের জন্য কাজ করতে গিয়ে মনে হয়েছে মানব মনের বন্ধ জানলাগুলো রবীন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছেন বারবার। যেখানে ব্যক্তি জীবনের অনুভব সাধারণভাবে থেমে যায়, ঠিক সেখান থেকেই তাঁর লেখার চরিত্ররা নতুন পথ খুলে দেয়। নতুন মাত্রা দেন লেখক গতানুগতিক যাপনকে। সমীক্ষায় পাওয়া পাঠক মতামতও সমর্থন করেছে এই নতুন উন্মোচনের প্রসঙ্গ।

অনেক মনের স্পষ্টতা প্রসঙ্গে সংশয় জানিয়েছেন পাঠক, সে ক্ষেত্রে শাব্দিক প্রকার দায়ী এমনটা ভেবে নিলে দূরত্বটা কমে যায়। পাঠকের অনুভবে পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত দিগন্ত রবীন্দ্রনাথ খুলেছেন তাঁর লেখায়, আর সেই পথেই এই সমীক্ষা...

''আজি হতে শতবর্ষ পরে কে বসি পড়িছ আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে, আজি হতে শতবর্ষ পরে''...

এই কৌতূহল বেঁচে আছে, আগ্রহ নিয়ে তারা বেঁচে থাকবে। এই যেন শেষ কথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে। যে কবি চিনতেন তাঁর পাঠকের মন, যা নদীর মতন বাঁক নিয়েও সর্বকালের আধুনিকতায় রবীন্দ্র সাহিত্যকে সঙ্গে রাখবে। যেখানে পাঠক খুঁজে পায় প্রজন্মের পর প্রজন্মের আশ্রয়।

আলোচ্য প্রকল্পের বিষয় আর তার প্রাসঙ্গিকতা এভাবেই সমীক্ষার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক যবনিকা টানে।

গ্রন্থ ঋণ

রবীন্দ্র রচনাবলী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত, পৌষ, ১৩৯৪, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

গল্পগুচ্ছ অখন্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈশাখ, ১৩৯৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রবি জীবনী — প্রশান্ত কুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, এপ্রিল, ১৯৯০, কলকাতা।

রবীন্দ্র জীবন কথা — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

''রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতার খোঁজ'' এই প্রকল্প সংক্রান্ত সমীক্ষায় পাঠক মতামত দিয়ে সাহায্যকারী প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাদের মূল্যবান মতামত বর্তমান সময়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা সঠিকভাবে খুঁজে দিতে আমাদের সাহায্য করেছে।

✠✠✠✠✠✠

AN ANALYSIS OF INFLATION AND MONETARY POLICY IN INDIA : POST 2000 PERIOD

excerpts of Term Paper prepared by

Megha Shah [2014-17]; Economics Honours;

Calcutta University 1st Class 1st Rank in B.Sc. Part 3 Honours Examination, 2017

Inflation refers to "a sustained increase in the general price level of goods and services in an economy over a period of time." It leads to fall in the purchasing power of money. In India, inflation is a major concern for policymakers since a substantial part of the labour force is employed in the informal sector which does not receive any protection from its adverse effects. Also, given the wide disparity between the rich and the poor, inflation acts as a "cruel tax". The theoretical argument behind this being that rich people can protect themselves from the harmful effects of inflation since they have better access to various financial instruments but poor people, who hold most of their wealth in the form of cash, suffer the most.

In the year 2002-2003, India witnessed inflation due to rise in oil prices, rise in prices of agricultural products like oilseeds and edible oils and rise in the expenditure of the government. From the year 2006, inflation rose and crossed the 6% bar. During the year 2008-2009, inflation further rose and crossed 8% bar. In 2008 and 2009, the inflation rates were 8.4% and 10.9% respectively. Reasons behind high inflation during this period were rise in crude oil prices, reduction in the rate of interest by the government, printing of new money and increase in prices of food products. In 2009-10, the rise in inflation was mainly due to shortage of supply of food products (cereals, pulses, wheat, and rice). In 2010-11, inflation occurred due to increase in demand for fruits and vegetables and also due to rise in crude oil prices. These periods of high inflation have imposed a severe burden on the purchasing power of common people in the country. Monetary policy can be used as an effective tool to curb inflation.

Monetary policy refers to "the policy of the Central Bank with regard to the use of instruments under its control to achieve the goals specified in the Act". In India, the responsibility of conducting monetary policy is vested in the hands of the Reserve Bank of India (RBI). The primary objective of RBI is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Major instruments that are used by the RBI in the implementation of monetary policy are Repo Rate, Reverse Repo Rate, Bank Rate, Cash Reserve Ratio (CRR), Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Open Market Operations (OMOs).

This paper seeks to throw light on the importance of Monetary Policy of the RBI in controlling inflation and the extent to which these policies are successful in doing so.

The methodology adopted in this paper is empirical and to some extent descriptive. The trends in inflation have been observed and a comparison is made between pre and post 2000 period. An

empirical analysis has been carried out to study the relation between inflation and money supply for the period 2012-2016.

Trends in Inflation:

Price stability is a necessary condition for maintaining economic stability. Fluctuations in prices tend to bring about uncertainty which hampers development activity. India has been plagued by inflation since 1950s. Beginning with the financial crisis of 1991, marked by deficits in government finances and devaluation of rupee, Indian economy had been attacked by a high inflation rate of 13.9%. Irrespective of the fact that it was controlled later, average inflation had been recorded as 9.3% per year till the end of 19th century.

The following table shows Average consumer prices since 1985:

Table 1: Inflation, average consumer prices

Year	Inflation, average consumer prices
1985	5.556
1986	8.731
1987	8.799
1988	9.385
1989	6.159
1990	12.824
1991	13.482
1992	9.861
1993	7.283
1994	10.273
1995	9.962
1996	9.432
1997	6.842
1998	13.127
1999	3.425
2000	3.818
2001	4.315
2002	3.975
2003	3.857
2004	3.831
2005	4.411

2006	6.945
2007	5.94
2008	9.193
2009	10.604
2010	9.534
2011	9.443
2012	10.249
2013	9.991
2014	5.993

Source: *International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015*

(http://www.indexmundi.com/india/inflation_rate_(consumer_prices).html)

Graphical Representation:

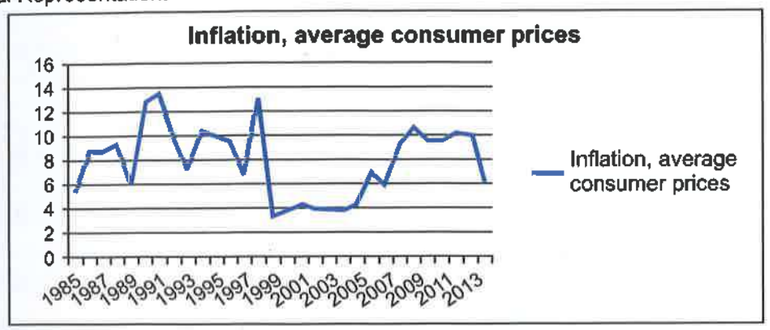

Figure 1: Trend in inflation since 1985

According to Economic survey, 2002-2003, "Adequate release of surplus stocks of foodgrains helped in both keeping the inflation low and dampening the undercurrents of inflationary expectation."

India witnessed a continuous stretch of inflation for five months, from June 2008 to October 2008. High global commodity prices was the main reason behind inflation during this period. Inflation rates rose again from March 2010 to July 2010. This was caused by continuous drought. A major concern was a sharp rise in food price inflation during the year 2010-2011. This is one of the reasons why inflation in terms of CPI remained at very high levels. High inflation in terms of CPI hit the consumers very hard.

In 2013, the RBI introduced the Consumer Price Index (CPI) in place of the Wholesale Price Index (WPI) to monitor inflation. CPI is a highly volatile measure of inflation. Since Indian market is itself a dynamic economy, it faces continuous fluctuations in the price level due to various exogenous

factors (such as infrastructural shortcomings, uneven monsoon experience, inadequate transport facilities and high fiscal deficits).

The following table highlights post 2000 inflation rates as obtained from the World Bank Database:

Table 2: Inflation (CPI%)

YEAR	INFLATION (CPI) %
2000	4
2001	3.7
2002	4.4
2003	3.8
2004	3.8
2005	4.2
2006	6.1
2007	6.4
2008	8.4
2009	10.9
2010	12
2011	8.9
2012	9.3
2013	10.9
2014	6.4
2015	5.9

Source: World Bank database

(http://data.worldbank.org/indicator/ FP.CPI.TOTL.ZG?end=2015&start=1977&view=chart)

Graphical Representation:

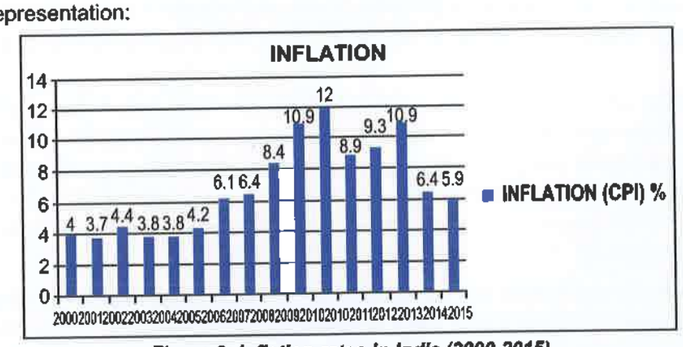

Figure 2: Inflation rates in India (2000-2015)

It is quite clear from the above diagram that the annual rate of inflation was around 5% during the tenure of Tenth Plan (it was around 4% during the Ninth Plan too). However, we find acceleration in inflation rate after 2007-2008.

Empirical Analysis:

A consumer price index (CPI) is used to measure changes in the price level of market basket of consumer goods and services purchased by households. In India, RBI uses CPI (combined) released by CSO for inflation purpose.

M3 (also known as broad money) is a measure of money supply. According to RBI's definition,

M3= M1+ Time deposits with the banking system

Let us run a regression analysis to examine the relation between CPI* and M3*. M3* is taken as the independent variable and CPI* as the dependent variable. Here,

$CPI^* = \log_e CPI$ and $M3^* = \log_e M3$

On the basis of OLS (Ordinary Least Square) estimation technique, we define the regression equation as follows:

$CPI_i^* = \alpha + \beta M3_i^* + u_i$

where, $CPI_i^* = \log_e CPI_i$ and $M3_i^* = \log_e M3_i$ and u_i is known as the disturbance term having well behaved probabilistic properties and represents all those factors that affect CPI* but are not taken into account. The slope coefficient, â, gives us the elasticity of CPI with respect to M3 i.e. percentage change in CPI for a given percentage change in M3.

We set the null hypothesis

$H_0: \beta=0$

against $H_1: \beta>0$

The following table gives the result of the regression analysis obtained by OLS method:

CPI MODEL: CPI*=f (M3*)

Table 3: Estimates of the effects of M3 on CPI (Jan, 2012-2013 to Dec, 2015-2016)

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*
Intercept	-0.762948737	0.08138985	-9.37400349	3.05191E-12
Slope	0.567052442	0.016359139	34.66273171	1.28965E-34

R^2=0.9631, adjusted R^2=0.9623, Number of observations=48, F value= 1201.50497

Thus we get the regression equation as:

$\log_{10} CPI_i = -0.7629 + 0.5671 \log_{10} M3_i$

se (0.0814) (0.0164)

t (-9.3740) (34.6627)

implying that the variables CPI* and M3* are positively related. A rise in M3 (money supply) will lead to a corresponding rise in CPI (inflation) and vice-versa. A basic economic logic is that a rise in money supply (M3) will increase the amount of money in the hands of the people. This, in turn, will lead to increase in demand for various goods, resulting in rise in prices. Hence, during periods of low inflation, Quantitative Easing by the Central Bank will inject money into the economy and help in increasing or moderating inflation rates. On the other hand, during high inflation, Central Bank should stick to Tight Monetary Policy which will reduce the supply of money in the economy thereby facilitating lowering of the inflation rates. The F-value ensures that the model is statistically significant.

The results obtained show that the coefficient of determination, R^2 is 0.9631 i.e. 96.31% of change in CPI is due to change in M3. This suggests that CPI and M3 have a strong positive relation between them. However, by plotting residuals u_i against u_{i-1}, we obtain a scatter plot as shown below:-

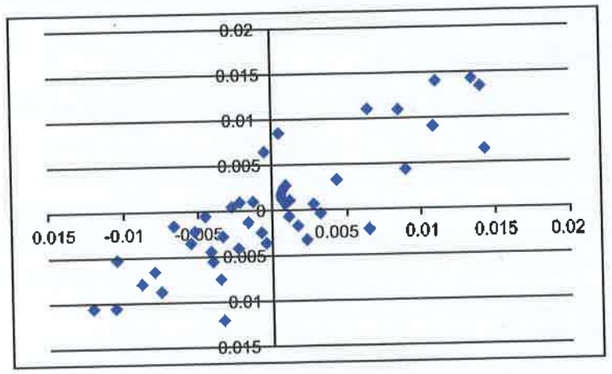

Figure 3: Scatter plot for detection of auto correlation

From the above scatter plot, we observe that there is positive auto correlation present in the data. In the presence of auto correlation, the R^2 value would be lower than the one obtained above (0.9623). Thus we can conclude that though money supply and inflation are positively related, they are not as strongly related as shown by the model due to the presence of auto correlation. In this case, existence of auto correlation can be attributed to the time series data where successive observations are likely to be interdependent. Apart from this, there may be other factors fuelling inflation such as rising wages, higher taxes, high inflation expectations, etc. which are not included in the model.

Monetary Policy of the RBI since 2000:

Some of the major monetary instruments used by the RBI to control inflation rates are:

1. Cash Reserve Ratio (CRR)
   It refers to the share of net demand and time liabilities that commercial banks must maintain as cash balance with the RBI. Current rate: 4%

2. Statutory Liquidity Ratio (SLR)
   It refers to the share of net demand and time liabilities that commercial banks must maintain in safe and liquid assets, such as government securities, cash and gold. Current rate: 20.50%
3. Repo Rate
   It refers to the interest rate at which the RBI provides short-term loans to banks against the collateral of government and other approved securities. Current rate: 6.25%
4. Reverse Repo Rate
   It refers to the interest rate at which the RBI accepts short-term loans, generally on an overnight basis, from commercial banks against the collateral of government and other approved securities. Current rate: 5.75%
5. Open Market Operations (OMOs)
   This includes purchase and sale of government approved securities by the RBI in the open market.

During the 1980s, CRR was used extensively to restrict bank's lending capacity. However, following the recommendations of the Narasimham Committee, the RBI reduced both CRR and SLR in a phased manner. In 2012, the effective SLR was brought down to 23%. The CRR was brought down to 4.5% in 2003. However, to check liquidity, the RBI raised the CRR to 5% in two phases in 2004. CRR was again raised to 9% in 2008 when the annual rate of inflation was 8.4% (as shown in Figure 2). Thereafter, it was gradually reduced. The final reduction was made in 2013 when CRR was brought down to 4%.

Recently, the RBI has been increasingly focusing on repo rate and reverse repo rate to check inflationary pressures in the country. During 2010-2011, when inflation rates had reached 12% (from Figure 2), these rates were raised as many as 13 times. On October 25, 2011, repo rate was fixed at 8.5% and reverse repo rate at 7.5%.

In June 2000, the RBI introduced Liquidity Adjustment Facility (LAF). It basically operates via reverse repo auctions and repo auctions. Reverse repo auctions refer to sale of government securities with the purpose of absorbing liquidity. On the other hand, repo auctions refer to buying of government securities with the purpose of injecting liquidity in the economy.

In 2013, the then Governor of the RBI, Raghuram Rajan, appointed an 'Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework' under the Chairmanship of Urijit Patel, Deputy Governor of the RBI. The Committee brought forward the fact that at that juncture, the main emphasis should be to bring down inflation. For this purpose, it proposed the adoption of 'Inflation Targeting'. It is basically a monetary strategy used by the RBI to keep inflation at check or bounded within a specific range. Using methods such as controlling the bank rate or repo rates, the RBI adheres to this policy and imposes penalty if the target is not met. By facilitating a low expectation about future inflation, inflation targeting can help in achieving sustainable inflation rates. In 2015, an agreement was signed by the RBI and the Government of India which emphasizes on making

inflation targeting the official goal of the Central Bank. From 2016-2017, the target rate has been 4% with a band of +/- 2 per cent.

There is an ongoing debate upon Inflation Targeting since the time it was first introduced in the Indian economy . As a part of this policy, the RBI increased the bank rate from 2.6% to 3.8% during 2012-13 taking inflation down to 7.5%. Again during the time period of 2013-15, the RBI continuously appreciated the bank rates to 6.7% and 8.9% taking inflation down to 5.9% in 2013-14 and further down in 2014-15. Thus, we can see that in spite of the debates, Inflation Targeting has proven to be a successful tool till now.

However, India is yet to develop skills to forecast inflation in order to target it. Countries which are following Inflation Targeting, such as Canada, UK, New Zealand, use sophisticated models to forecast inflation. Similarly, there is a need to forecast output gap. Another complexity arises in identifying the target inflation number. Also, it must be ascertained as to which of the price indices should be used to target inflation.

In a developing country like India, focus of the RBI should be on promoting price stability, growth, employment, equity and social justice and also on promoting new monetary and financial institutions. The RBI has been doing this all along until when the Patel Committee recommended focusing only on Inflation Targeting as the sole objective. By moving away from a multiple target-multiple instrument approach to a narrow approach, there is a growing concern whether such targeting will help control inflation.

Conclusion

Many economists believe that a certain rate of inflation is required to sustain growth. The main challenge before the RBI is to attain this minimum required rate. On analyzing the data mentioned above, the paper comes to the conclusion that the CRR-REPO mechanism adopted by the RBI has been able to reduce inflation but not to the desired level. Since there is a positive relation between money supply and inflation, the RBI can play a powerful role in controlling inflation but monetary policy is not enough to fight inflation alone. Suitable fiscal policy should be carried out side by side with the monetary policy to achieve desired results. In order to increase the power of the RBI, it is necessary to enhance financial inclusion among the people by strengthening their confidence.

The RBI has restricted its focus on the demand end of inflation by simply lowering money and credit in the market, ignoring the supply side. When supply bottlenecks are removed by infrastructural development, planning, large-scale investments, etc., supply will increase and prices will inevitably fall, thereby controlling inflation. The role of the RBI in strengthening the supply side becomes extremely important. Conventional measures (such as raising the repo and reverse repo rates) to bring down demand is not the only solution. Thus, the RBI will have to effectively combine traditional measures along with other premium solutions so as to achieve the minimum necessary rate of inflation. Analytical work on Inflation Targeting needs to be continued. The experience of other countries, especially developing countries, should be studied carefully.

References:

- Basu, K. (August 2011). Understanding Inflation and Controlling it. Retrieved from: http://finmin.nic.in/workingpaper/understanding_inflation_controlling.pdf Accessed on 19th November, 2016.
- Bhirud, V. (December 2014). The Role of Reserve Bank of India in Controlling Inflation: Traditional or Beyond Monetary Measures? Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2820276 Accessed on 20th November, 2016.
- Datt, G. & Mahajan, A. (2015). Datt & Sundharam's Indian Economy (pp. 942-943, 946-947). New Delhi, S. Chand & Company Pvt. Ltd.
- Handbook of Statistics on Indian Economy. Reserve Bank of India. Retrieved from: https://www.rbi.org.in Accessed on 19th November, 2016 & 5th January, 2017.
- International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (April 2015) Retrieved from: http://www.indexmundi.com/india/inflation_rate_(consumer_prices).html Accessed on 10th January, 2017.
- Mahajan, S., Saha, S. & Singh,C. (February 2014). Inflation Targeting in India. Retrieved from: https://www.iimb.ernet.in/research/sites/default/files/WP%20No.%20449.pdf Accessed on 10th January, 2017.
- Mohan, R. (2009). Financial Sector Reforms and Monetary Policy: The Indian Experience. In Uma Kapila (Ed.), India's Economic Development since 1947 (pp. 821-822, 835-836). New Delhi, Academic Foundation.
- Puri, V. & Misra, S. (2015). Indian Economy (pp. 585-586, 590-594, 625). Mumbai, Himalaya Publishing House.
- Rakshit, M. (2007). Inflation in a Developing Economy-Theory and Policy. Money and Finance. Retrieved from: icra.in/Files/MoneyFinance/2007-Sep-Inflation-MihirRakshit.pdf Accessed on 10th January, 2017.
- Reddy, Y. (2010). Financial Sector. In K. Basu & A. Maertens (Eds.), The Concise Oxford Companion To Economics In India (pp. 257-258, 260). New Delhi, Oxford University Press.

Appendix

The table below shows monthly data on CPI* and M3* for the years 2012-13 to 2015-16 which has been used to carry out the empirical analysis in the paper.

Monthly data on CPI* and M3* (Jan, 2012-2013 to Dec, 2015-2016)

YEAR	MONTH	M3*	CPI*
2012-2013	JAN	4.909331068	2.021602716
	FEB	4.912439043	2.02489596
	MAR	4.923752592	2.025715384

	APR	4.876894858	1.990338855
	MAY	4.880540758	1.993876915
	JUNE	4.889650567	1.999130541
	JULY	4.890234685	2.004751156
	AUG	4.893086889	2.009450896
	SEP	4.893017444	2.012415375
	OCT	4.898533655	2.015359755
	NOV	4.902718072	2.018284308
	DEC	4.904913556	2.019531685
2013-2014	JAN	4.968290275	2.055378331
	FEB	4.971452129	2.055378331
	MAR	4.978517684	2.057666104
	APR	4.929567225	2.028164419
	MAY	4.935893978	2.031408464
	JUNE	4.941539805	2.038620162
	JULY	4.941162068	2.045322979
	AUG	4.942598788	2.050766311
	SEP	4.946112213	2.055760465
	OCT	4.954475904	2.059941888
	NOV	4.962963633	2.065579715
	DEC	4.964871832	2.058805487
2014-2015	JAN	5.012897642	2.077367905
	FEB	5.017423736	2.07809415
	MAR	5.023259375	2.079904468
	APR	4.986213285	2.061075324
	MAY	4.989732329	2.063708559
	JUNE	4.990074112	2.067070856
	JULY	4.992063412	2.076276255
	AUG	4.994968326	2.080265627
	SEP	4.997023636	2.079543007
	OCT	5.005190211	2.079543007
	NOV	5.007137161	2.079543007
	DEC	5.009061556	2.077004327
2015-2016	JAN	5.057579236	2.101403351
	FEB	5.062890468	2.100370545

	MAR	5.06511698	2.100370545
	APR	5.030675282	2.08170727
	MAY	5.034147258	2.084933575
	JUNE	5.03387125	2.089905111
	JULY	5.037719926	2.0923697
	AUG	5.040583631	2.096214585
	SEP	5.04100773	2.098297536
	OCT	5.049110328	2.100715087
	NOV	5.05018399	2.102433706
	DEC	5.053153228	2.100715087

Source: Handbook of Statistics on Indian Economy

RESIDUAL OUTPUT

Table showing the value of residuals u_t and u_{t-1}

Observation	Predicted Y	Residuals(u_t)	u_{t-1}
1	2.020899432	0.000703285	0.002234144
2	2.022661816	0.002234144	-0.003361807
3	2.029077191	-0.003361807	-0.012167545
4	2.002506399	-0.012167545	-0.010696901
5	2.004573816	-0.010696901	-0.010609014
6	2.009739555	-0.010609014	-0.005319625
7	2.010070781	-0.005319625	-0.002237234
8	2.01168813	-0.002237234	0.000766624
9	2.011648751	0.000766624	0.000583024
10	2.014776732	0.000583024	0.001134793
11	2.017149516	0.001134793	0.001137214
12	2.01839447	0.001137214	0.001045938
13	2.054332394	0.001045938	-0.000746999
14	2.056125331	-0.000746999	-0.002465767
15	2.06013187	-0.002465767	-0.004209974
16	2.032374393	-0.004209974	-0.00455353
17	2.035961994	-0.00455353	-0.000543312
18	2.039163474	-0.000543312	0.006373701
19	2.038949277	0.006373701	0.011002338
20	2.039763973	0.011002338	0.014004195

21	2.041756269	0.014004195	0.013442967
22	2.046498921	0.013442967	0.014267807
23	2.051311908	0.014267807	0.00641153
24	2.052393957	0.00641153	-0.002259205
25	2.07962711	-0.002259205	-0.004099492
26	2.082193643	-0.004099492	-0.005598288
27	2.085502756	-0.005598288	-0.003420356
28	2.06449568	-0.003420356	-0.002782603
29	2.066491162	-0.002782603	0.000385885
30	2.066684972	0.000385885	0.008463247
31	2.067813009	0.008463247	0.01080538
32	2.069460247	0.01080538	0.008917291
33	2.070625716	0.008917291	0.004286415
34	2.075256592	0.004286415	0.003182392
35	2.076360615	0.003182392	-0.000447521
36	2.077451848	-0.000447521	-0.003560566
37	2.104963917	-0.003560566	-0.007605119
38	2.107975664	-0.007605119	-0.008867668
39	2.109238213	-0.008867668	-0.008000694
40	2.089707964	-0.008000694	-0.006743182
41	2.091676757	-0.006743182	-0.001615134
42	2.091520246	-0.001615134	-0.001332947
43	2.093702647	-0.001332947	0.000888068
44	2.095326518	0.000888068	0.002730533
45	2.095567004	0.002730533	0.000553485
46	2.100161602	0.000553485	0.001663281
47	2.100770424	0.001663281	-0.001739052
48	2.102454138	-0.001739052	—

PSYCHO-ANALYCTICS IN LITERATURE
EFFECT OF PSYCHOLOGY ON THE DEVELOPMENT OF NOVEL

Ankita Pal, M.A. (2017-2019)

The fabricated term, 'Psychoanalysis' is, by it's very definition, a therapy which aims at explicitly interpreting the dynamic and complex nature of human beings, reasoning with why he/she does what he or she does, or why he or she is the way he or she is "by investigating the interaction of conscious and unconscious elements in the mind." In other words, it is an extremely intensive and complex system of psychological theories, and thus inevitably literature has been indebted to this aspect of psycho-analytics for the brilliant light it casts into our understanding of the eccentric works of poets and writers, enabling us to fathom the true intrinsic quality of their works in all entirety.

The terrain that psychoanalysis explores is that of the individual psyche. Originating from the Greek myth, the word 'psyche' originally referred to the soul. But psychoanalytic terminology does not use soul in a religious sense. Rather the psyche is the mental apparatus as it is defined in contrast to the body or the soma (A somatic illness that is caused bodily rather than mental factors). The study of psycho-analytics in literature, needless to say, is not possible without taking into account Freud's works upon the notion of the unconscious[1], subconscious, and the conscious. It is the complex operations of the unconscious mind, the complete understanding of which is beyond the capability of the conscious mind, which really occupies a vast portion of psycho-analytics. Psychoanalysis has had a profound effect upon the intellectual climate of the age, more vibrant perhaps than any of the currents of modern thought. By psychoanalysis in literature, we refer to the psychological study of the writer as type and as an individual, exploring his creative faculties, fabricated with his imaginations and workings of the unconscious mind, seeking an outlet into consciousness through his works. Psycho-analysts also explore the psychological types and laws weaved within works of literature, and finally the effect of literature upon it's readers. However it is a vast aspect and the essay henceforth focuses on how psychology affected the development of novels in English Literature.

W.R.Goodman says in his essay on *Invasion of Psychology on Literature*, "The human personality is like an iceberg. A small part of it appears above the level of consciousness, the remainder is below. This remainder which is popular as the unconscious mind is not only the larger aspect but also plays a conspicuous part in moulding the life of a person." A better synonym couldn't have possibly been drawn in providing an insight onto how most of our actions are directly dependent upon the workings of the unconscious. Similarly, in literature too, the poem, or novel, or play cannot speak directly and explicitly but does so through images, symbols, emblems and metaphors which is largely a reflection of the artist's acute creative faculties enabling us to understand him better, when perceived from a psycho-analytical point of view.

To understand Freudian interpretation of literary works, one could conceive of the self after a model of two families dwelling upon different floors of the same house. while the family dwelling on the first floor is absolutely sound and seems to have a correct notion of what is morally good and what is not; the ones dwelling on the ground floor are more like Satan's fallen angels, screaming of unfulfilled desires, being partially blind to the idea of moral correctness, like that of a disobeying child who cannot be kept away from throwing tantrums. However, they are not that loud to the world outside the house as they are consistently suppressed or rather "repressed" in Freudian terms from expressing themselves, and very rarely transcended into "sublimity", when they find an outlet into the first floor, i.e., the conscious mind. The process of purifying unconscious element which subsequently appears in the conscious is known as sublimation. In accordance with this process, the beauty of a poet's work, the eccentric vision it conjures up in our mind's eye as we soak in its essence is really how the poet tries to reach out to us, providing us a glimpse of his pied unconscious mind.

With the invasion of psychology in literature, the latter filtered itself considerably, as is evident in the narrator's treatment of his characters towards the nineteenth century. While in the Victorian Age, the characters could be easily characterized within shades of black and white, as they were either memorable, virtuous , outstanding, or exhibiting the lack of these qualities. In a Victorian novel, a man's intention towards an attractive women were apt to be either virtuous or the reverse. But, towards the nineteenth century, and predominantly in the works of the Modern Age, the characters are etched in variegated shades, highlighting the crux of the true essence of human beings, who are after all flawed and carries a unique sense of individuality owing to their personality and imperfections, all of which culminate into making them who they are. Not only the readers could then connect on a deeper level with such characters, but also truly appreciate the intrinsic quality of their works as it appeals to their unconscious.

The literary expression of these psychological trends profoundly affected the developments in the art of the novel giving rise to a new technique. To this was applied a term said to have been invented by William James, the ' Stream of Consciousness'. The most famous representative of the stream of consciousness technique is James Joyce's *Ulysses*, which pursues the steady flow of the thoughts of Stephen Dedalus , Leopold Bloom and Marion Bloom. The action of *Ulysses* covers one specific day in the life of its protagonist. Each episode in the novel is made to correspond with an episode in the *Odyssey;* however strained the parallels may sometimes appear. The separate episodes in Homer's work were, so to speak, the coordinates with which Joyce could plot his own vision of life during one Dublin day. By basing his story on Homer's, Joyce expresses the universal in the particular Bloom, Dedalus and Marion Bloom become modern versions of archetypal figures, and we are to feel the presence of the archetypal within them.

Virginia Woolf belonged to the Bloomsbury Group and Avant-garde Literary Circle. Within the years 1925 and 1949 she wrote several 'stream of consciousness' novels. She felt that humanity was linked by a common consciousness and the thoughts of any one person may serve as a symbol for the thoughts of humanity. Her characters are always in search of a 'pattern in the flux' that shall give meaning to the whole. In a novel like *Mrs. Dalloway* , one sees life as a process of constant

creation, changing endlessly from moment to moment. The lives of the characters in the novel are different from what they expected; there is no purpose or sense of fulfillment and social communion is hopelessly insubstantial.

Thus, psychoanalysis not only facilitates our understanding of any piece of literary work, but also shows how it shifted the novelist's focus from the active life to the inner life of thoughts and feelings which really are the mechanizations and illustrations of our day-to-day thought process. In short, as Goodman says, "it is so complex, so indefinite, corresponding so little to the version which does duty for her in public..." that it really intrigues us into accepting the fact as Mrs. Woolf put it, that the soul is the strangest creature in the world; "bashful, insolent, chaste, lustful, parting, silent, laborious, delicate, ingenious, heavy, melancholic, pleasant, lying, true, knowing, ignorant, liberal, covetous, and prodigal", giving substance to the unconscious mind of an otherwise mere being crafted out of flesh and blood.

Notes

1. Unconscious – Primarily the storehouse of intellectual needs and desires.

References

Barry, Peter. *Beginning Theory*. Manchester: Manchester United Press, 2015. Print.

✠✠✠✠✠✠✠

WAR POETRY

Diyali Bhattacharya, Saika Naz, RoshniSubramani and Radhika Mookerjee
B.A. Third Year English Honours (Batch of 2016-2019)

In his poem *MCMXIV* Philip Larkin suggests that the outbreak of war in 1914 heralded an unprecedented loss of innocence. In this Larkin subscribes to a prelapsarian view which understands British society in 1914 not in terms of its own historical events but in terms of the cataclysm awaiting it. It is a perspective that emphasises the unexpected horror of the war.

The most striking aspect of war is its scale in comparison with previous conflicts. Britain employed nearly half a million soldiers in the Boer war from 1899-1902. Twenty-nine thousand died in the fighting and a further sixteen thousand from diseases. By contrast over eight and a half million soldiers died in World War I and a twenty million were wounded. The war is generally thought to have been a staging post in English poetry as it had been in British history. The shift from patriotic to polemical poetry occurs not because of any great literary influence but because of historical exigencies. The self-satisfied poetry of the recent past needed to be broken to be coped with the brutal reality of the present.

On the centenary of the conclusion of the first world war, this paper embarks on a detailed study of the poetry of the First World War.

A Comparative Study between Pro-War and Anti-War Perspectives In Poetry Of World War I

One of the most celebrated sonnets of the First World War written by Charles Hamilton Sorley states–

When you see millions of the mouthless dead
Across your dreams in pale battalions go,
Say not soft things as other men have said,
That you'll remember. For you need not so.
Give them not praise. For, deaf, how should they know
It is not curses heaped on each gashed head?
Nor tears. Their blind eyes see not your tears flow.
Nor honour. It is easy to be dead.
Say only this, 'They are dead.' Then add thereto,
'Yet many a better one has died before.'
Then, scanning all the o'ercrowded mass, should you
Perceive one face that you loved heretofore,
It is a spook. None wears the face you knew.
Great death has made all his for evermore.

The poem provides one of the earliest examples of the classic features of First World War poetry: the lyric testimony of the broken body – mouth, eyes, the 'gashed' headset against the abstract rhetoric of honour; the address to the reader 'you' that we associate with the poetry of Wilfred Owen and Siegfried Sassoon, as opposed to the egotistical 'I' of Rupert Brooke; the 'pale battalions' haunting the shell-shocked dreams of veterans, John Singer Sargent's dream-like *Gassed* (1919) and Sigmund Freud's *Beyond the Pleasure Principle* (1920), and becoming the iconic image of the war.

Poetry written in peacetime needs to be different from poetry written in wartime. For peacetime poetry is poetry written about the values and beliefs which are accepted as permanent and poetry then becomes a communication of such values and beliefs. But war which upsets and even destroys these values and beliefs, drastically changes men's attitude to such things as life and soul, immortality and eternity, etc and in war poetry these changes of attitude are invariably affected.

The obvious reason that there are more good anti-war poems is that the anti-war poems are more vivid. The imagery strikes home harder because most people understand that war is an ugly thing. Even if we believe the claims of military people about things like the surgical strike capability of modern weapons, the facts of war are still horrid.

Was Yeats pro-war poet in his poem *Easter, 1916*? How supportive of the Irish revolution is he in that poem? And how honest is he about the implications of the Irish uprising? However, we do not get a definitive answer as we understand that he is torn when he asks the question "Was it needless death after all?" And what of his "terrible beauty"? Is there really anything beautiful about war and bloodshed? Although it depends on perspective, we must understand that war is pointless. Countless poets have had opinions on this very subject including Rupert Brookes, Siegfried Sassoon, Isaac Rosenberg, Ivor Gurney, Edmund Blunden among numerous others. Now we will embark on the nuances of Pro-War and Anti-war Poetry.

Pro-War Perspective In Poetry

A number of writers greeted the outbreak of war with patriotic excitement. Probably the most familiar voice is that of Rupert Brooke, a young man who joined up enthusiastically and encouraged others to do the same. His well-known poem *Peace* (late 1914) celebrates the idea that the war is raising young men from the "sleep" of peace and giving them a chance to prove themselves:

Now, God be thanked Who has matched us with His hour,
And caught our youth, and wakened us from sleeping,
With hand made sure, clear eye, and sharpened power,
To turn, as swimmers into cleanness leaping,
Glad from a world grown old and cold and weary.

It is ironical, however, that Brooke uses the imagery of "peace" to talk about the war. Where other poets found dirt, suffering, and despair, Brooke imagines the war as clean water; the soldier swimmers leaping joyfully into its depths. Brooke died of illness in April 1915 on his way to the war, without ever engaging in combat. As many people have commented, his enthusiasm for the war was never to be tested by experience.

There were propagandist writers – mainly civilians also known as the Civilian Poets who maintained their enthusiasm throughout the conflict and used their writing to urge others to participate. This kind of propagandist writing can be crude, as in Jessie Pope's doggerel verse, "The Call" (1915):

Who's for the trench –
Are you, my laddie?
Who'll follow the French –
Will you, my laddie?
Who's fretting to begin,
Who's going out to win?
And who wants to save his skin –
Do you, my laddie?

Owen originally suggested an ironic dedication of his *Dulce et Decorum Est* to Jessie Pope, bitterly denouncing her propagation of the "old lie" that itis "sweet and decorous" to die for one's country. Pope is an extreme example and an influential one.

In *The Soldier*, Rupert Brooke provided one of the most famous celebrations of England: "If I should die, think only this of me: That there's some corner of a foreign field That is forever England." Brooke's poem focuses on the prettified death of one soldier. The poem could be interpreted as his desire to turn a corner of a foreign field into another piece of England, and he certainly brings to the war a perspective that is more European than English.

Owen quotes a line of Latin from the poet Horace, 'It is sweet and meet to die for one's country' During the war, the line was described as 'the best- known line of war poetry in all the world', and was used in various contexts before and during the war, but Owen may well have seen The Boy's Own Paper's poem *Dulce et Decorum Est* by M. F. Laurie. Laurie's poem of 20 lines is about "A boy – just a schoolboy, who wanted to fight for his country, /Wanted, if need be, to die for her, – yet his years were too few, /Only sixteen – but his heart was the heart of a soldier', and ends: Glorious death to die, falling for God and their Country! Honour be theirs – we mourn them with proud, heartfelt tears. May their dying teach you to live – it may be obscurely, But truly and purely; fighting for God through the years".

Anti War Perspective In Poetry

Virginia Woolf draws attention to the question of who sees what in war, and how the act of witnessing can make one complicit in events over which one has no control. Is it more important that Sassoon is a soldier, writing out of his own experience, or is it primarily as a poet that he should be read? Sassoon served in the front lines and was profoundly distressed by his experiences. He was even more troubled by the suffering of others and this informs much of his poetry. He frequently describes ordinary soldiers and their struggle just to survive:

"Disconsolate men who stamp their sodden boots
And turn dulled, sunken faces to the sky
Haggard and hopeless."

Despite their apparent despair, the men "cling to life with stubborn hands." But inevitably the war will defeat them:

O my brave brown companions, when your souls
Flock silently away, and the eyeless dead
Shame the wild beast of battle on the ridge,
Death will stand grieving in that field of war
Since your unvanquished hardihood is spent.

Striving to express both the depth and the sheer pointlessness of the men's endurance, Sassoon imagines that war itself ("the wild beast of battle") will feel ashamed and even Death will grieve the loss. This despairing concern for fellow soldiers, expressed as a complex of love, mourning, and anger, marks much of Sassoon's poetry, and that of other British trench poets, including Isaac Rosenberg, Ivor Gurney, Edmund Blunden, Richard Aldington, Charles Hamilton Sorley, David Jones, and Herbert Read. Wilfred Owen, too, tries to convey the suffering of the troops, describing the experience from within ("we cursed") and without (the men's feet appear "shod" with their own blood), in one of his best-known poems of the war, *Dulce et Decorum Est* (1917):

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,

...

Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod."
The later lines of the same poem where Owen describes a gas attack victim-
"His hanging face, like a devil's sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer, bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,"—

This recalls the poetic voice of Siegfried Sassoon's poem *A Night Attack-*

"Then I remembered someone that I'd seen / Dead in a squalid, miserable ditch," and "His face was in the mud; one arm flung out / As when he crumpled up; his sturdy legs / Were bent beneath his trunk; heels to the sky."

War in the trenches is ugly. If a poet must die let him die in a poetic place. If he had ever fancied death, if he had ever been attracted to the early deaths of Keats and Shelley, he had not dreamt of dying in a landscape like the Western Fronts. Keats died a horrible, slow, coughing death, one that Owen had been deeply moved by when reading about it as a teenager, but he died in Rome, unlike the men coughing like hags in sludge, corpses and chlorine gas. Beautiful Shelley had drowned beautifully in Italy, unlike the soldier drowning in *Dulce et Decorum Est.*

The work of the trench poets is most familiar; to this important body of literature can be added combatants' memoirs and fiction; memoirs by nurses and other civilian participants; popular, patriotic and propagandistic writings; pacifist writings; and civilian reflections upon the war experience. Some of these works can be termed modernist; others are more traditional in form. T. S. Eliot's iconic modernist poem *The Waste Land* (1922) is in part a bitter commentary upon a war that left much of European civilization in ruins. It looks too at the uncertainties created by the peace treaties, and the new borders within Europe, which rendered millions of people homeless or stateless – Eliot's "hooded hordes swarming / Over endless plains."

What was all this for, people wondered? And what would become of the young people who served in the war? Smith's narrator in *Not So Quiet* volunteers as an ambulance driver at the front. At twenty-one, she knows nothing of life "but death, fear, blood, and the sentimentality that glorifies these things in the name of patriotism." What sort of future can these women, and the damaged men they look after, expect, and what is expected of them? Smith's expression of resentment can be found in many other literary works of the war, especially those written by men and women sent to serve by an older generation that remained safely at home.

In *Lament* (1920), F.S. Flint writes bluntly:

> The young men of the world
> Are condemned to death.
> They have been called up to die
> For the crime of their fathers.

Curiously, Rudyard Kipling says something similar in his *Epitaphs of the War* (1919). Kipling writes as a father who keenly supported the war. He went to some effort to get his son John accepted into the army. John was killed on his first day of battle. "If any question why we died, / Tell them, because our fathers lied." Kipling never openly changed his views about the rightness of the war. These lines are probably intended as a comment upon Britain's failure to prepare adequately for what he regarded as the necessary war with Germany. But they eerily echo the young writers' resentment of an older generation that took the nation to war, for which the younger generation paid the price.

Wilfred Owen- A Transition from a Pro-War to an Anti-War Mentality

There is a photograph of Wilfred Owen as a child posing as a proud soldier with a gun in one hand, a sword at his belt and a small military tent nearby, and in another photograph the little boy is a soldier again, carrying a sword and a determined and heroic look – as an army officer aged twenty-five, had he changed so very much? Owen was still a boy when he wrote as a twenty- one- year- old that 'After all my years of playing soldiers, and then of reading History, I have almost a mania to be in the East, to see fighting, and to serve'.

In Owen's case, the child and childhood feature in his poetry again and again. In many ways, he was trying to escape his childhood while retaining a longing to be a child. And the child is a focus for his portrayal of the war. His penultimate letter talks of British shells 'burying little children alive'. Children ardent for some desperate glory were told with such high zest 'The old Lie: Dulce et decorum est / Pro Patria Mori'. And many of the soldiers were just lads, barely more than children in uniform. W. B. Yeats, who disliked Owen's poetry, famously complained that Owen 'is all blood, dirt and sucked sugar- stick' – but that is, in fact, part of Owen's brilliance: he sees the child's sucked sugar stick among the blood and dirt of war. We must look at the relationship between the child and the man, the relationship between the man and the poetry, and the relationship between the child and the Western Front.

In his Pyrenean poem *From My Diary, July 1914* which he wrote while on a train journey during the very beginning of the first world war, he describes 'Stirs / Of leaflets', 'Leaves / Murmuring' and 'Braiding / Of floating flames across the mountain brow'. On 23 September, Owen described seeing wounded soldiers, both German and French, in the temporary hospital in the boys' school. His letter to his brother Harold included drawings to illustrate his descriptions of the wounds: 'One poor devil had his shin- bone crushed by a gun- carriage- wheel, and the doctor had to twist it about and push it like a piston to get out the pus'.

Owen had once complained that his landlady on the rue de la Porte Dijeaux had disappeared to the cemetery for a large part of the day to tend the dead 'and left the living to fend for itself ', but the man who wrote *The City Lights Along the Waterside* and *Anthem for Doomed Youth* would have been intrigued by this cemetery, and no doubt the rows of graves pricked his conscience.

Owen was quite aware of the beautiful side of war and shared this understanding with many of his poetic heroes – in his copy of Sir Walter Scott, he had picked out the statement that 'the pomp and circumstance of war gives, for a time, a very poignant and pleasing sensation'.

However, gradually we see the transition creep in as at the very end of 1916 he writes to his mother that 'I nearly broke down and let myself drown in the water'. Although he had been prepared for war did not mean that he would like it, and of course, he was horrified and angered. It's also true that the Front was still a shock. The war was worse than he could have envisaged: no one could really quite know and feel the Western Front without being there. 'We are wretched beyond my previous imagination,' he wrote, on 19 January.

Owen soon experienced the near-death state that he later described in *Exposure*- "Worried by silence, sentries whisper, curious, nervous, But nothing happens." He lost the fine heroic feeling and *Exposure*, written a year after the events it describes, is not concerned with courage and heroism. This is war and the pity of war: "Tonight, this frost will fasten on this mud and us, Shrivelling many hands, puckering foreheads crisp. The burying- party, picks and shovels in shaking grasp, Pause over half- known faces. All their eyes are ice, But nothing happens." *Exposure* speaks of how 'love of God seems dying', a remark that encompasses two equally believable meanings, namely that God's love for man was disappearing and that man's love for God was too. The Hell he had been brought up to fear had now been encountered; again, in that sense, the Western Front was familiar even if it was new. It was a cold, wet hell. And, inevitably, he would rhyme 'Hell' with 'shell'.

It was to Sassoon that Owen showed his poetry. *Anthem for Doomed Youth*, especially, has come to be an illustration of their friendship. Sassoon pointed out later that any emendations he

recommended were made hastily in uncongenial surroundings and he only saw the poem in something close to its final form; also that it was 'the first occasion on which I was able to hail him as my equal'. It is a poem that shows the full emergence of a voice that, like Sassoon's declaration, speaks for those who suffered at the Front.

In May 1917, Owen wrote that 'Christ is literally in no man's land'. For him and other soldiers, the statues of the crucified Christ, which were everywhere in rural France, came to represent the soldiers of all nations, even those of non-Catholic or strongly anti- Catholic backgrounds such as Owen's own; and these statues were themselves bashed about, dismembered, blown to smithereens in the fighting. The wounded statues also came to represent the violent rejection of Christianity by the governments, generals and clergymen who prolonged this holy war.

The First World War Through Women's Poetry

In her discussion of women's poetry of the First World War, Nosheen Khan emphasizes the range of responses she finds, from the romantic to the revolted. If we consider that the Men's poetry of World War One most often read today is concerned with the experience of warfare and the trenches, it could be easily argued that women's poetry has both a wider range of subjects and larger set of reactions to life during wartime.

Brittain's *Testament of Youth* (1933) is a powerful account of her nursing experiences and describes the grief and rage of young people who lose beloved friends and family in a war they come to see as without purpose.

The dominant image, often portrayed enthusiastically but sometimes pejoratively, in poems such as Madaline Ida Bedford's *Munition Wages* and Mary Gabriel Collins's *Women at Munition Making*, is of women experiencing new jobs, social roles and wages.

Jessie Pope's poem *War Girls* lists a number of everyday roles undertaken by women increasingly as volunteering, and then conscription, took greater hold:

> There's the girl who clips your ticket for the train,
> And the girl who speeds the lift from floor to floor,
> There's the girl who does a milk-round in the rain,
> And the girl who calls for orders at your door.
> Strong, sensible and fit,
> They're out to show their grit.

War Girls does merit attention on sociological grounds, for the skilled way in which it responds to contemporary anxieties. Ought women to tackle male roles? Can they do them well? Will they lose their femininity and become 'like a man'? The poem makes a virtue of necessity, celebrating the w girls' 'energy and knack' and reassuring readers that 'Beneath each uniform / Beats a heart that soft and warm'. *War Girls* exposes a conflict between the rights of women and the rights of soldie to return to their pre-War jobs. Hence, during the War, women were being published in anthologie

newspapers, periodicals, factory newspapers, and women's magazines. Women's writing from this time was more extensive than was previously thought.

The First World War was a turning point for many women. Women lost their husbands, partners, sons and brothers during the war; their lives were forever touched by deep loss; they too were moved by the horror of trench warfare; many continued to campaign for the vote during the war and entered the industrial workplace for the first time. Women from all backgrounds and nationalities recorded their thoughts, feelings and opinions on World War One; the expression was international; their struggle and inspiration is our inheritance.

For example, it was portrayed by one of the best known female poets was Vera Brittain (1893-1970). Her poem *Perhaps* is from her experience of losing her fiancé, Roland, to a sniper's bullet and written from personal experience. Women get all the dreariness of war and none of its exhilaration,' said Vera Brittain in *Testament of Youth*. Perhaps this explains in part the neglect of women's experience – who wants the dreariness of war, after all? And especially after it's over. *The Scars upon my Heart* was published, as long ago as 1981, by Virago, edited by Catherine Reilly. The title comes from a poem by Vera Brittain called *To My Brother*.

"Your battle wounds are scars upon my heart..."

On the contrary there were women who glorified war and about whom wrote Lady Margaret Sackville who referred to women during the Great War as life-savers. More specifically, in her poem *The Pageant of War*, Sackville believed that women are supporting a war that is unnecessary. At the outbreak of World War I, she joined the anti-war Union of Democratic Control. In 1916 she published a collection of poems called *The Pageant of War*. It included the poem *Nostra Culpa*, denouncing women who betrayed their sons by not speaking out against the war. The spare and angry strength of Sackville's war poems has attracted recent critical attention.

And then there were women like Eva Dobell (1876–1963), who was a British poet, nurse and editor. Her haunting poem *Pluck* tells of a young soldier "Crippled for life at seventeen". The way the poet has used imagery to enhance her view on what war really is and to describe the gore and slaughter war is associated with, 'his great eyes seem to question why/ with both legs smashed it might have been / better in that from trench to die.' Dobell's personal experience as being a nurse during the war definitely contributed to her shaping her view on war. Dobell was never subjected to the idea of honour, courage, pride, respect or nobility otherwise related to the idea of war. She exposes the scenario of a seventeen-year-old boy terrified and desperate for life, 'his heart-sick fear / his shaking/ strangled sobs you hear' through her poem and by showing her underlying perspective on war through the poem.

Poetry was a literary outlet that had traditionally been more accessible to British women. For instance, women were a substantial part of the poetic tradition in wartime Britain, as writers and readers, and their wartime works offer an opportunity to examine how women writers positioned themselves central to the War effort. To conclude there were women who glorified war, women who

had a major role to play in the war, women who condemned war and strongest of all who would sit at home in the anticipation of the return of their sons, brothers, fathers and husbands. Women poetry renders women as multi-faceted and was a platform for women to speak the unsaid and be the voice for the million lives sacrificed during the war.

The World's Contribution To The First World War Poetry

World War One memorial events are dominated by British writers, ignoring the war poetry from France, Germany, Russia and elsewhere that is of equal quality and sometimes better. Despite the "cosmopolitan sympathies" of the poets, memorial events in the UK today are dominated by British writers. Although we are unfamiliar with it, much of the war poetry from France, Germany, Russia and elsewhere is of equal quality to (and, in some cases, even better than) that produced by British writers.

European Contribution

The most prominent European war poet was Guillaume Apollinaire, a naturalised Frenchman of Polish descent who died of influenza at the end of the war. His collection *Calligrammes* stands as a landmark achievement in the development of literary modernism. The book's title refers to Apollinaire's visual poetry, which attempted to achieve with words what Picasso and others had been doing in fine art. His poem *Du Cotondans Les Oreilles* ("Cotton in Your Ears") begins by re-creating the explosion of artillery shells typographically, the words tumbling upwards on the page.

Apollinaire felt that the war represented a new era, one that would require an original language. As he writes in *Victoire*: "... the old languages are so close to death/It's really from habit and cowardice That we still use them for poetry". His visual style was an attempt at a new language, and one could argue that this experimentation has had a more lasting literary influence than the conventional ornate poetry of Siegfried Sassoon, Laurence Binyon or Robert Graves.

It is not surprising that avant-garde work doesn't often feature in public commemorations. Yet Apollinaire also wrote more accessible poems, filled with emotion and longing. In *Dansl'abri-caverne* ("In the Dugout"), he addresses his lover Madeleine Pagès: "Most days I console myself for lonelines and all kinds of horrors/By imagining your beauty". Thwarted sexual desire does not feature very highly in British war poetry, but for him, it was one of the main torments of life in the trenches.

Though his descriptions of the war's modernity could seem celebratory, Apollinaire did not shy away from the more horrifying aspects of the conflict. In *Merveille de la Guerre* ("Wonder of War") he marvels "that so much fire was needed to roast human flesh" and evokes the front-line soldier's hunger as he recalls the "taste" left in the air, "which by God is not unpleasant".

Critics suggest that European war poetry is unpopular because writers in Germany and France got caught up in the patriotic fervour of 1914. This is only partly true: Continental poets portrayed a range of feelings towards the conflict. Another naturalised Frenchman, Blaise Cendrars, supported the fighting but also wrote *La Guerre Au Luxembourg* (1916), a poem about children in the Luxembourg Gardens in Paris. Cendrars, who lost his right arm on the Western Front, describes children playing soldiers in a way that implies his lasting trauma.

One writer whose politics undoubtedly damaged his reputation was Stefan George, a mystic whose writings were taken up by the Nazis. Despite George's nationalist reputation, in *Der Krieg*, written in 1917, he denounced the patriotic spirit that had led to the war:

> Here whining women, old and sated burghers
> Are more at fault than bayonets and guns
> Of adversaries, for our sons' and grandsons'
> Dismembered bodies, for their glassy eyes!

Later in the poem, a German patriot tries to stir up xenophobic sentiment by asking: "Have you no eye for sacrifice unmeasured,/ For strength of unity?" To which the poet gives the pithy response: "These also flourish/Across the border".

Another important German anti-war poet was Alfred Lichtenstein, who died on the Somme in 1914 (perhaps the first of the war poets to be killed). His satirical dramatic monologue *A Lieutenant General Sings* is written from the perspective of a German division commander who wishes "that there were an endless war/With bloody, howling winds" because, as he puts it, "Ordinary life/Has no charm for me". Lichtenstein encapsulates a feeling of soldiers on both sides: that it was their bloodthirsty leaders who were the real enemy.

American Influence

While opposition to the war did find literary expression, especially during the period of American neutrality, the overwhelming majority of wartime writing supported direct American involvement.

Even before the United States declared war, the publishing industry largely favoured pro-war writing. But once the war was declared, the suppression of the mails — devastating in a vast country in which the left was heavily dependent upon the postal service to distribute its papers and journals — had the effect of eliminating most of the venues in which antiwar poetry could be published.

Once the war settled in as an established fact and a relatively small number of Americans became involved as combatants, one figure emerged as the literary spokesperson for the war, Alan Seeger (1888-1916). Seeger— uncle of the great folk singer Pete Seeger — was only partially qualified for this post: he had enlisted in the French Foreign Legion in part out of love for France, where he had been living when the war broke out, but mostly from a deep desire to experience war.

While he preferred France to Germany, war for Seeger was a part of nature, and he saw the conflict as one not between civilization and barbarism but rather between two civilizations, each with its own legitimate interests. Furthermore, he thought of war in highly romantic terms, derived from the medieval era and the 19th-century medieval revival. While this provided part of the basis for his appeal to readers, Seeger's embrace of chivalry meant that he did not, as the propaganda would have him, hate the Germans he fought, instead of viewing them as fellow warriors fighting bravely and skillfully for their side.

None of this prevented Seeger from becoming the embodiment of the romantic, idealized soldier for those who advocated American intervention on the side of the Allies. His signature poem, *I Have a Rendezvous with Death*, was widely published and well-known; the first six of its 24 lines reverse the deeply-rooted association of spring with new life:

I have a rendezvous with Death
At some disputed barricade,
When Spring comes round with rustling shade
And apple-blossomes fill the air —
I have a rendezvous with Death
When Spring brings back blue days and fair. (*Rendezvous*, 142)

Spring brings "apple-blossoms," but also the return of major offensive operations, and the hence greater likelihood of death; or rather, of a meeting with Death, a personification that allows Seeger to avoid confronting the impersonal, industrialized nature of the war.

Seeger wrote most often in the high romantic manner, and could occasionally do so beautifully. In *Ode in Memory of the American Volunteers Fallen for France*, written shortly before he was cut down by machine gun fire in July 1916, he describes those killed in action:

There, holding still, in frozen steadfastness,
Their bayonets toward the beckoning frontiers,
They lie — our comrades — lie among their peers,
Clad in the glory of fallen warriors,
Grim clusters under thorny trellises,
Dry, furthest foam upon disastrous shores,
Leaves that made last year beautiful, still strewn
Even as they fell, unchanged, beneath the changing moon.

American intervention in the war also met with opposition. Oppositional poetry emerged from the Women's Peace Party, organized in early 1915. A poem by WPP member Angela Morgan (1875–1957), *Battle Cry of the Mothers* typifies poems that base their rhetoric on the belief that women as women must oppose the war.

Bone of our bone, flesh of our flesh,
Fruit of our age-long mother pain,
They have caught your life in the nations' mesh,
They have bargained you out for their paltry gain
And they build their hope on the shattered breast
Of the child we sang to rest. (*Rendezvous*, 92)

The poem is written in the conventional manner of the day: it rhymes, the meter is regular, the language is politely emotional and features Biblical resonance; but its conservative form does not correspond to a conservative, nationalistic politics. However, once the United States became directly involved in the war, poetry written in this genteel and sentimental manner would overwhelmingly support the effort and present the war as an apocalyptic conflict between civilization and barbarism.

Socialist and trade union organizations also generated and provided outlets for anti-war poetry. For example, Charles W. Wood's *The King of the Magical Pump* about the land of the Chumps ruled over and employed by their king, emphasizes sheer sound, characteristic of nonsense verse, to produce a critique of ideology:

But the King of the Chumps was a kindly old Umps
And he paid them as much as he durst
(As much as all such as he durst)
For humping and jumping and pumpty-pump-pumping
Anything that a king could imagine their dumping;
Till he said: "Go to roost, we have over-produced
And we've got to get rid of this first." (*Rendezvous*, 77-78)

While the literature and popular memory of the First World War occupies a significant place in European memory, in the United States it has been overshadowed by the Second World War — probably because this country did not assume the globally hegemonic position following the First World War that it would claim after the Second.

Indian Contribution

We often see the First World War as an Anglo-Saxon affair but many thousands of non-white combatants also took part. They included recruits from India, who went to Europe and the Middle East to fight for the British empire. Some, such as Sir Nizamat Jung Bahadur, wrote patriotic poems in support. In *To England* (1914), he addresses the motherland:

Thine equal justice, mercy, grace
Have made a distant alien race
A part of thee!

Although Jung's poetry isn't excellent, it does remind us that this was a colonial conflict.

Nand Singh, an Indian poet and soldier who witnessed the World War I fighting under the British in Aden, opens his *Jangnamah Europe* verse with the assassination of the "Shehzada" (prince) of the Austro-Hungarian empire by the Serbians. His poem then talks about the events that led to the German invasion of Belgium and how "the compassionate British government, stood with Belgium and France against the arrogant Germany who broke all the agreements." Nand Singh's work and

other Jangnamahs of the British period in Punjab are valuable literary and historical narratives providing rare subaltern perspectives about the colonial wars and conflicts.

Havildar Nand Singh, who composed *Janganamah Europe,* giving an empirical account of the First World War, was a sergeant in the Malay State Guides. Nand Singh talks about how everyone from the weaver and the bard to the teacher, the clerk, and even pundits and maulvis were drafted into the service and trained in digging bunkers, shooting rifles, and saluting the officers. One distinctive aspect of the work is that the poet repeatedly returns to talk about the misery and longing of the women left behind in their homes. For them both local officials and Germans turn villainous; they lament the local police constable who threatened their sons with false accusations to force them to enlist and loathe the *zaildar* and village heads who "took" their sons, brothers, and husbands away from them. With the progress of the war, they start receiving messages of soldier deaths from regimental stations and they moan and wail at Germany for its cruelty, for killing their sons in the unheard lands of France and Basra.

Sarojini Naidu, on the other hand, was a poet of exceptional quality. Known as "the Nightingale of India", Naidu was a politician as well as a poet: a lifelong fighter for independence who became the first female state governor in her country. Her best-known poem is *The Gift of India* (1915), which describes the dead:

Gathered like pearls in their alien graves
Silent they sleep by the Persian waves,
Scattered like shells on Egyptian sands,
They lie with pale brows and brave,
broken hands,
They are strewn like blossoms mown
down by chance
On the blood-brown meadows of
Flanders and France . . .

The anger is clear: India has given her best sons to fight for Britain and received nothing in return. It would not have surprised Naidu to learn that the Indian contribution to the war effort remains overlooked today.

Music

Many composers fought (Ivor Gurney, Arthur Bliss, Patrick Hadley), some were killed (George Butterworth, Cecil Coles, Ernest Farrar, W. Denis Browne), and others such as Ralph Vaughan Williams and E.J. Moeran served at the front in non-combatant jobs such as despatch riders and

medical officers. The musical scene in London was altered overnight: the orchestras, which had been largely made up of European players, were decimated, and all German musicians were interned or repatriated.

Most composition is easier in undisturbed quiet, and with the benefit of a keyboard and a good supply of manuscript paper, all of which were in short supply in the front line. Though many poems were written in the trenches, musical composition was rare, and those pieces that were written at the front tended to be miniatures such as songs.

War intensified all experience- even appreciation of music, as in the early lyric *Bench and The Sentry* by Gurney:

'When I return, and to real music-making,
And play that Prelude, how will it happen then?
Shall I feel as I felt, a sentry hardly waking,
With a dull sense of No Man's Land again?

Many of Gurney's strongest poems are retrospective, and the best are about these early experiences of trench life.

When F. T. Nettleingham published *Tommy's Tunes* in 1917, he reassured his readership that 'It is a peculiarity of British humour to be derogatory to its own dignity, to wipe itself in the mud, to affect self-satire to an alarming extent.' The songs that he collected may have demonstrated the 'lofty cynicism' and 'confirmed fatalism' of the average Tommy, he continued, but any foreigner who—on the basis of Tommy's musical proclivities—took the British soldier to be lacking in discipline or esprit de corps would be dangerously mistaken. That slippage between song and deed was also noted by Ivor Gurney, whose regiment sang *I Want to Go Home* in the midst of heavy bombardment where they plead "I don't want to go to the trenches no more,0 0

Where whizzbangs and shrapnel they whistle and roar."
It is not a brave song, Gurney acknowledged, but 'brave men sing it'.
Another very famous World War I song asks the soldiers to
"Pack up your troubles in your old kit bag,0 0
And smile, smile, smile.
While you've a lucifer to light your fag, 0
Smile, boys, that's the style.
What's the use of worrying?
It never was worthwhile, so
Pack up your troubles in your old kit-bag,0 0
And smile, smile, smile.

The sentiments heard in trench songs were not new. 'Mademoiselle from Armenteers' is a militar heirloom, its lyrics adapted according to circumstance and audience. Many songs have multipl versions ranging from the chaste to the obscene, and many more are bawdy parodies of hymns o music-hall tunes.

The Profound War And Its Poetry

Lyrics, by means of their intrinsic multifariousness, make a statement about the value an necessity of pluralism: each one is a new beginning, and shaping of thoughts and feelings in language a new and unique micro ideology. And by their non-rational patterns of sounds and rhythms, organisin momentarily the chaos of experience into new forms, they remind us of their constructed, artifici and fictional aspects and their status as creations of a specific kind within the wide realm of literar discourse.

Literature of the First World War remains immensely powerful, still speaking to readers, an indeed to combatants, in the twenty-first century. As Gurney asks in his poem *War Books*,

> What did they expect of our toil and extreme
> Hunger - the perfect drawing of a heart's dream?
> Did they look for a book of wrought art's perfection,
> Who promised no reading, nor praise, nor publication?

What did combatants and civilians expect from the First World War? How did they respond to i excitement (even ecstasy) as well as to its profound sufferings and disappointments? And what d they expect from their war writers? No one knew quite what would come out of the war or the peac that followed, but whatever one expected, the pain and disappointment were profound. Throug poetry, this complex of feelings has been expressed and to grapple with the fact that, for writers an other citizens, their faith in civilization had been permanently damaged.

> Everyone suddenly burst out singing;
> And I was filled with such delight
> As prisoned birds must find in freedom,
> Winging wildly across the white
> Orchards and dark-green fields; on - on - and out of sight.
> Everyone's voice was suddenly lifted;
> And beauty came like the setting sun:
> My heart was shaken with tears; and horror
> Drifted away ... O, but Everyone

Was a bird; and the song was wordless; the singing will never be done." (*Everyone Sang* by Siegfri Sassoon)

Bibliography

Books For Reference

1. *Contemporary Poetry* – Norris Williams
2. *The Twentieth Century Poetry* – Peter Childs.
3. *The War Poems of Siegfried Sassoon* – Rupert Hart Davis
4. *Cambridge Companion to War Writing* – Edited by Kate Mcloughlin
5. *British Poetry* – Gary Day
6. *Critical Survey of Poetry - War Poets*; Editor- Rosemary M. Canfield Reisman
7. *Cambridge Introduction To American Poetry* - Christopher Beach
8. *Perspectives On World War I Poetry* - Robert C Evans . Bloomsbury Edition.
9. *Poetry Of The First World War: An Anthology*- Edited by Tim Kendall
10. *The Oxford Companion to Twentieth-century Poetry in English*-Oxford University Press (1994)- Ian Hamilton
11. *Jane Dowson, Alice Entwistle-A History of Twentieth-Century British Women's Poetry* (2005)
12. Vincent Sherry - *The Cambridge Companion to the Literature of the First World War* (Cambridge Companions to Literature) (2005, Cambridge University Press)
13. Susanne Christine Puissant-*Irony and the Poetry of the First World War* -Palgrave Macmillan (2009)

Websites For Reference :

1. https://theconversation.com/we-need-more-focus-on-the-women-poets-of-world-war-i-30229
2. http://www.warpoets.org/home/what-is-war-poetry-an-introduction-by-paul-oprey/
3. http://www.sassoonfellowship.org/siegfriedsassoonfellowship/id21.html
4. https://www.bbc.co.uk/informationandarchives/archivenews/2014/archive_at_ the_bbc_8th August_2014
5. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19475020.2011.555467
6. https://www.bl.uk/world-war-one/articles/reframing-first-world-war-poetry
7. http://www.traditionalmusic.co.uk/ww1-songs/
8. https://www.theguardian.com/culture/2014/nov/07/the-10-best-first-world-war-music
9. http://noglory.org/
10. https://qz.com/india/955222/glimpses-of-indias-colonial-wars-through-the-sikh-footsoldiers-poetry/
11. http://noglory.org/index.php/articles/253-templater
12. https://solidarity-us.org/atc/182/p4653/

✠✠✠✠✠✠✠

TEMPORAL CHANGE IN THE VARIATION OF AIR POLLUTION IN KOLKATA

(An inter-departmental Research Project)
Class of 2020, Department of Geography and Department of Statistics
Shri Shikshayatan College, Kolkata

Introduction:

The ever increasing urban population of Kolkata and the associated anthropogenic activities have resulted in an increase in air pollution which is a major threat to human health. According to the Census of India (2011), Kolkata Metropolitan Area had 14.1 million population in 1,886 km² area making it the third most densely populated metropolitan area of the country. The Summer Project of the Geography Department published in *Impact 2018* revealed that air pollution in Kolkata becomes acute during winter, when pollution ranges are higher than at other times. The present study aims to study the temporal variation in pollutants that has occurred in the period from 2007 to 2016.

The Problem:

The city of Kolkata has been dubbed as one of the most unplanned and polluted cities in the world. A study in comparison of air quality data among four metropolitan areas in India conducted by the US Consulate indicates a higher pollution level in Kolkata in comparison to Mumbai and Chennai, and close to Delhi. The city is constrained by the road space – it has less than 10 per cent of its land area under roads, against Delhi's 21 per cent. Therefore, even though the city has fewer cars than Delhi, the result is the same – growing congestion and pollution.

Environment activist, Sri Subhas Dutta has filed a PIL on the issue saying, "Pollution is on no one's agenda. There will be no action taken unless the court intervenes, which is sad because poor air quality affects everyone. It does not spare the politicians or bureaucrats".

Sudipto Bhattacharyya, of 'Saviours and Friends of Environment', an NGO said "A technology leapfrog is needed in terms of scaling up of public transport, having integrated multimodal transport options, introducing car restraints and supporting walking and cycling".

Environmentalist Banani Kakkar of the NGO Public said "There is hardly any move on the part of the government and civil society to tackle the declining air quality."

The Times of India reported on 3rd May 2018, that WHO has finally confirmed that Kolkata is the second most polluted city in India after Delhi and the alarming trend that Kolkata's air quality is declining faster than Delhi's. Hence the need was felt to study the long term trend in the level of different pollutants in Kolkata. Though the most critical pollutant is $PM_{2.5}$ as it reaches straight to the lungs causing acute respiratory diseases, it could not be studied as long term data was not available for this pollutant from the office of the WBPCB.

Objective:

1) To study the temporal change in the levels of Particulate Matter; NO, and SO, in the city for 10 years from 2007-2016
2) To locate the pollution hotspots by studying the pollution levels stationwise
3) To identify the prime factors causing pollution and their correlation

Literature Review:

- A study *by Jana Spiroska , Md. Asif Rahman and Saptarshi Pal* revealed that, Kolkata is most affected by Suspended Particulate Matter (SPM), as expected in a mega city, which poses a serious threat to its citizens.
- A study in the *Citizen's Report Air Quality And Mobility In Kolkata* focuses on the vehicular pollution in Kolkata.
- *Air pollution level in Kolkata among country's highest* an article by *Suman Chakraborti* in *Times of India* reported *:* New Delhi may be reeling under severe air pollution, but Kolkata has not only touched the country's capital city but has also surpassed the city quite a few days in terms of air pollution.
- A joint study by the *British Deputy High Commission, UKAID and Kolkata Municipal Corporation* that was released in 2016 had found that Kolkata was already the fifth highest among major polluted cities in the country. The study also finds that around 70% of the city's 15 million inhabitants suffer from some kind of respiratory problems caused by air pollution. The study specially mentioned that vector borne diseases like malaria and dengue as well as respiratory diseases will rise in the city due to the increasing pollution level. This proved to be true this year, with more than 50 persons dying from dengue and several thousand others affected.

Methodology:

- Data for the assessment of ambient air quality in Kolkata has been obtained from the recorded data from West Bengal Pollution Control Board (WBPCB) and the Central Pollution Control Board (CPCB).
- The daily data of all the monitoring stations were converted into monthly means and annual averages for the city as a whole.
- But while considering the temporal trend stationwise, only 10 stations could be taken into consideration because only these have had a continuous monitoring for all the 10 years from 2007-2016.
- Offices of the Indian Meteorological Department and Motor Vehicles Department were visited for 10 year's data on rainfall and registered vehicles plying in the city.
- Subsequently representative graphs have been drawn and the standard deviations and coefficient of variability were computed and analysed.
- Correlation between the prime factors causing pollution was also interpreted.

Analysis:

For assessing the temporal trend in the level of pollutants for the 10 year period from 2007-2016, three pollutants have been considered namely, Suspended Particulate Matter (PM_{10}), Sulphur dioxide (SO_2), and Nitrogen dioxide (NO_2).

The following table compiled from WBPCB publication in 2005 shows the different sources of pollution emission in the city:

SOURCE	% OF POLLUTION EMISSION
Motor vehicles	51.4
Industry	24.5
Road dust	21.1
Area sources	3.0
Total	**100.0**

Pm_{10}: The most predominant pollutant, Suspended Particulate Matter includes the particles denoted as PM_{10} which float in the air. It mainly consists of the coarse dust particles that are added to the ambient air from power plants, industries, household combustion, waste disposal and construction activities. Fig No 1 shows that PM_{10} level has increased in the city from 2007 to 2016 with a particularly sharp rise between 2010 and 2012. The current trend is on the rise with the risk of crossing the permissible standard set by WHO. The level of PM10 reduces substantially in the monsoon period because the rainfall brings down the level of suspended particulate matter in air. Fig 2 shows the negative correlation between the two variables, namely annual rainfall and PM_{10}, for 10 years from 2007-2016.

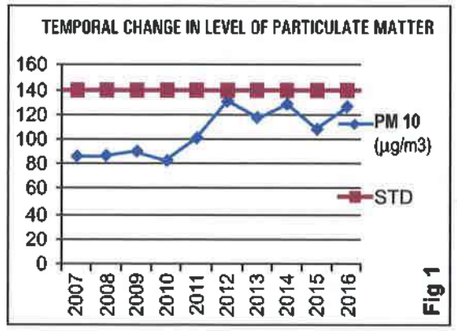

Fig 1

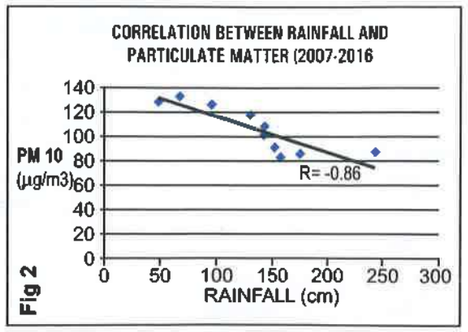

Fig 2

NO_2: Nitrogen dioxide is a part of a group of gaseous air pollutants produced as a result of road traffic and other fossil fuel combustion processes. Motor vehicles are the primary source of NO_2 in Kolkata. Moreover, the worst-polluted trafûc intersections double the city's average pollutants during busy hours. The vehicular pollution in Kolkata is attributed to a large number of automobiles plying daily over only 6% available road space, causing congestion which reduces the average vehicular speed and also results in heavy vehicular emission. The vehicular population in Kolkata has increased at an annual growth rate of 4%, numbering 1.20 million in 2011 from 0.73 million in 1996. Private cars have increased from 0.26 million in 2000 to 0.65 million in 2011, which indicates a 2.5 times increase. The heavy concentration of private motor vehicles has been one of the key reasons for congestion,

increased travel times, pollution, and accidents. In terms of available surface road length, Kolkata has the least coverage, with about 1416 km, whereas the vehicular density is one of the highest, nearing 823/km (Haque and Singh, 2017)

Fig 3 shows a marginal decline in the level of NO_2 since 2013. This is because the government's decision to phase out 15-year-old commercial vehicles from plying within the Kolkata Metropolitan Area and to make a transition from old polluting two-stroke engines to cleaner four-stroke engines running on LPG are steps in the right direction. But much more will have to be done. This positive correlation between number of registered vehicles plying in the city and level of NO_2 from 2007-2016 has been shown in Fig 4.

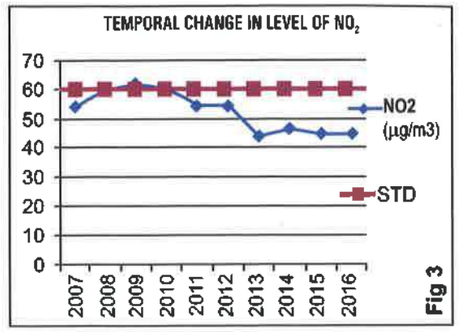

Fig 3

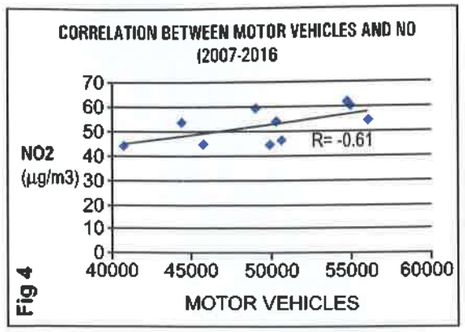

Fig 4

So_2: Sulphur dioxide is a gas primarily emitted from fossil fuel combustion at power plants and other industries. SO_2 has always remained lower than the permissible limit in Kolkata and thus is of lesser concern compared to other pollutants. However the temporal trend depicted in Fig 5 shows a current rising trend in the last few years.

Fig 5

Summary of Findings:

- Level of PM_{10} shows a rising trend in the 10 year period of study
- Higher rainfall causes lesser level of PM_{10} therefore pollution level is lower during the monsoon season
- NO_2 level has reduced mainly due to the phasing out of old vehicles and use of cleaner fuels
- Phasing out of old vehicles and improvement of public transport facility has improved the traffic situation thereby reducing the level of NO_2.
- SO_2 level though well within permissible level till now, shows a rising trend lately
- Among the 10 recording stations depicted in Fig 6, Rabindra Bharati shows highest pollution

because of its location off BT Road and proximity to the Cossipore thermal power station

- Baishnabghata station records a comparatively lower level of pollution due to its location in the fringe area of the city with lesser traffic congestion spots

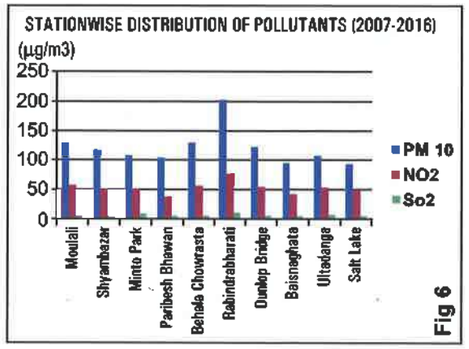

Fig 6

Conclusion:

Pollution levels in Kolkata are high and on the rise. The city will have to take steps to reduce motorization, so that it can deal with congestion and air toxins. It is important to expand the infrastructure for buses and not cars. The indiscriminate discharge of particulate matter from industrial, vehicular and domestic sources have resulted in the deterioration of the air quality of Kolkata at an alarming rate. The situation is likely to aggravate if immediate ameliorative measures are not taken in this respect. The environmental planners need to adopt the most cost-effective approaches to control industrial, vehicular and domestic emissions considering the fact that Kolkata acts as a nerve centre providing the lifelines that link the country together and hence should receive immediate national attention.

Acknowledgement: We would like to take this opportunity to thank the Principal of Shri Shikshayatan College, Dr. Aditi Dey; Head, Department of Geography, Dr. Susmita Gupta, Faculty, Department of Statistics, Smt. Somdutta Roy and our supervisor for this project Dr. Nivedita Roy Barman for inspiring and motivating us to work on such a topical subject and a prime urban problem on which the authorities need to focus and take remedial measures. We are greatly thankful to Dr Kalyan Rudra, Chairman, West Bengal Pollution Control Board for helping us in data collection and analysis.

Bibliography

Bandopadhyay, K. "You're breathing poison: Kolkata air quality worst"; *Times of India,* Dec 20(2017)

Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Government of India. "Air Quality trends and Action Plan for Control of Air Pollution from Seventeen Cities" *NAAQMS/29/2006-07*, New Delhi, India (2006), p. 218

Central Pollution Control Board, Ministry of Environment and Forests, Government of India. "Epidemiological Study on Effect of Air Pollution on Human Health (Adults) in Delhi" *Environmental Health Series: EHS/1/2008*, (Aug 2008)

Centre for Science and Environment, "Citizen's Report: Air Quality And Morbidity In Kolkata" *Right to Clean Air Campaign*, New Delhi (2011)

Chakraborti, S. "Air Pollution level in Kolkata among country's highest" *Times of India*, Jan 3 (2017)

Gokhale, S. Khare, M. "A theoretical framework for the episodic-urban air quality management plan (e-UAQMP)" *Atmospheric Environment*, 41 (2007), pp.7887-7894

Gulia, S. Shiva Nagendra, S.M. Khare, M. Khanna, I "Urban Air Quality Management" *Atmospheric Pollution Research*, Vol 6, Issue 2, (Mar 2015), pp286-304

Md. Senaul Haque and Singh R.B. "Air pollution and Human Health in Kolkata, India: A case study" *'Climate'* (Oct, 2017)

Mishra, Swadesh. "Climatic trends in West Bengal" *Indian journal of Landscape Systems and Ecological Studies,* Vol 14, No: 1 (1991)

Nivedita Roy Barman, "Air pollution Hotspots of Kolkata". UGC-MRP (2004)

Spiroska, J.Rahman, M.A. Pal, S. "Air Pollution in Kolkata: An analysis of Current Status and Interrelation between Different Factors" *SEEU Review*, Vol 8, No 1. (2011)

❋❋❋❋❋❋❋

A SURVEY REPORT ON

'AWARENESS ABOUT ELECTORAL ISSUES AND AGENDA OF NATIONAL POLITICAL PARTIES IN THE 2019 LOK SABHA ELECTION'

Second Semester Honours Students and Muskan Jaiswal,
Second Year, Honours, Department Of Political Science,
Shri Shikshayatan College

SURVEY DATE : April 12– 25, 2019 **SURVEY AREA : Shri Shikshayatan College**

RESPONDENTS : 300 students with 100 each selected randomly from B.A /B.Sc./B.Com.

METHODOLOGY : Empirical survey done on the basis of questionnaire and references to secondary sources

Section I

Election, at regular interval, is indispensable to any democratic system. The system of universal adult franchise in India allows all individuals of 18 years of age and above to exercise their voting rights to select their representatives. The Election Commission, an autonomous constitutional authority (Art. 324), plays a pivotal role in administering the election process by ensuring free and fair elections at various levels in the country. The body administers elections to Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislative Assemblies in India, and the offices of the President and Vice-President. Since independence the Commission has conducted elections for forming 16 Lok Sabhas with the 17th Lok Sabha currently in the process of formation (at the time of going to press). Presently, the body consists of a Chief Election Commissioner Sunil Arora and two Election Commissioners, Ashok Lavasa and Sushil Chandra.

17th Lok Sabha Election 2019:

The ongoing Lok Sabha election is being held in 7 phases with 900 million eligible voters electing their representatives from 543 constituencies from 11th April to 19th May 2019. All 543 Members of the Parliament (MPs) are being elected from single-member constituencies using First-Past-The-Post voting.

Facts and Figures of Lok Sabha Election 2019

1. As per the Election Commission of India, there are a total of 2,293 political parties with seven "recognized national" and 59 "recognized state" parties. While the poll watchdog has the mandate to register a political party, the electoral laws deny it the power to deregister any party.
2. A total number of 17.4 Lakh Voters Verified Paper Audit Trail (VV-PAT) units and 39.6 lakh Electronic Voting Machines (EVMs) are being used.
3. The EVM machines and postal ballot papers have the photographs of all the candidates with the party names and symbols.

4. The Election Commission of India has set up 10,35,918 polling stations during the election.
5. The Election Commission has made it mandatory for the electoral candidates and parties to declare their criminal antecedents.
6. In the 2019 general election, there are four main national pre-poll alliances. They are the NDA headed by the BJP, the UPA headed by the INC, the grand alliance of regional parties, and the Left Front of communist-leaning parties.
7. Of the above alliances, the one contesting in the maximum number of seats is the 20 party NDA. NDA is contesting in 543 seats with BJP in 437 of them. It is followed by the 28 party UPA contesting in 538 seats with the leading Indian National Congress contesting for 424 seats.
8. 84.3 million people are supposed to be casting their votes for the first time in Lok Sabha polls 2019.
9. 15 million voters between 18 and 19 years of age are supposed to be casting their votes in this year's election.
10. A voter can carry any approved identity cards to the polling station and not just the voter slip.

Phases of 17Th Lok Sabha Election 2019

Phase	Date	Constituencies	No. of States and Union Territories
1	April 11	91	18 states + 2 Union Territory
2	April 18	95	12 states + 1 Union Territory
3	April 23	116	12 states + 2 Union Territory
4	April 29	71	9 states
5	May 6	51	7 states
6	May 12	59	6 states + 1 Union Territory
7	May 19	59	7 states+ 1 Union Territory

A National Political Parties & Party System in India

The Constitution of India does not mention party system. However, Indian political system since independence has been characterized by multiparty system although till late 1970s, the system that prevailed was that of 'one party domination in a multi-party system' due to the dominance of the Congress Party across India. It was in 1977 that Congress was replaced by Janata Party at the Centre but by 1980 Congress was back in power. Since 1989 that the formation of multi-party coalition government emerged as a dominant trend in the country. From 1998 the seat of power has been captured by pre-election alliance of multiple political parties. Since then, the regional parties have risen in importance in the national politics. The unstable coalition of late 1980s came to be replaced by stable coalition of late 1990s when BJP led NDA government (1998 to 2004) came to power with Atal Bihari Vajpayee as the Prime Minister followed by the next two terms (2004 to 2014) by Congress led UPA government until their replacement by the BJP led NDA government once again in 2014 by the 16th Lok Sabha election.

The national parties contending for the 2019 Lok Sabha election and their manifestoes are -:

Bharatiya Janta Party (BJP)

BJP's Manifesto for 2019 election is referred to as *Sankalp Patra*.

- Double farmer incomes by 2022.
- Make India the third largest economy by 2030.
- Zero tolerance for terrorism, fund resources to strengthen national security.

Indian National Congress (INC)

The Congress released its Manifesto, titled *Congress Will Deliver* with following highlights

- Present a separate "Kisan Budget" every year.
- Simplify the Goods and Services Tax(GST) regime.
- Introduce the Nyuntam Aay Yojana (NYAY).

Bahujan Samaj Party(BSP)

As per the party President, Mayawati, the party has not released pre-poll electoral Manifestos but has attacked the Manifestos of the major national parties, both in power and opposition.

Nationalist Congress Party (NCP)

The Manifesto of Nationalist Congress Party (NCP) has the tagline *'Aao Milkar Desh Banaye'*.

- Complete loan waiver for small and middle-income farmers.
- Resumption of talks with Pakistan and discussion on terrorism.

All India Trinamool Congress (AITC)

The Manifesto of All India Trinamool Congress aims at

- Generation of employment for youths and students.
- Empowerment of women.
- Economic security of farmers.

Communist Party Of India (CPI)

The Manifesto 5 of Communist Party of India strives for

- Right to work as a fundamental right by amending the Constitution.
- Increasing number of courts and fast tracking all cases of crimes against women in a time bound manner.

Communist Party of India- Marxist (CPI-M)

The Manifesto 6 of CPI-M party aims at

- Protecting the rights of minorities to lead a life of equality, dignity and non- discrimination.
- Overhauling GST respecting the federal structure of our country.

Section II

Survey on Awareness about Electoral Issues and Agenda of National Political Parties in the 2019 Lok Sabha Election and a Graphical Representation

Age Group : 17 to 19 years Stream: B.A., B.SC, B.COM. Residence: Kolkata and Outstation

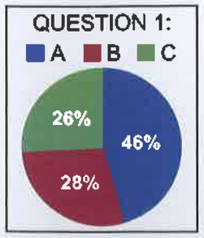

1. **Do you have a voter id card ?**

Ans. **a) Yes- 137**

b) No.-85

c) In the process-78

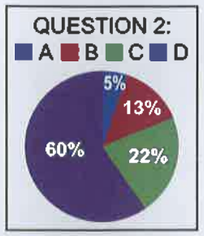

2. **Which Lok Sabha election is being held in 2019?**

Ans. **a) 14th-16.**

b) 15th-40.

c) 16th-65.

d) 17th-179

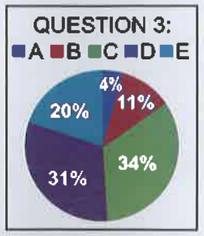

3. **Which of the following parties is not a national party?**

Ans. **a) BJP - 13**

b) INC - 33

c) BSP - 101

d) AAP- 94

e) None of these-59

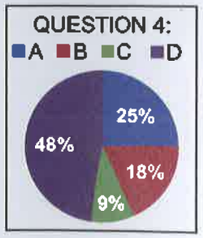

4. Which female politician is not contesting in the 2019 election?

Ans. **a) Priyanka Gandhi Vadra - 74**

b) Hema Malini - 55

c) Smriti Irani -28

d) Poonam Mahajan - 143

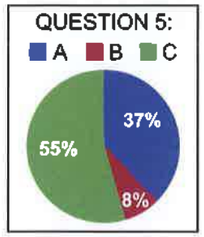

5. Do you think the use of VV-PAT (Voter Verifiable Paper Audit Trial) in this election will make the election fair?

Ans. **a) Yes.-113**

b) No.-23

c) Can't say-164

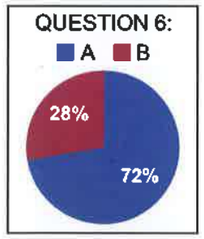

6. Are you aware that political parties must present an electoral manifesto prior to the elections?

Ans. **a) Yes.-217**

b) No-83

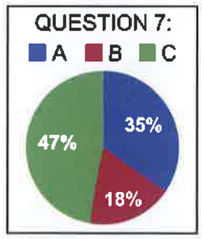

7. Can Code of Conduct be effective in preventing the incumbent from misusing their power?

Ans. **a) Yes - 104**

b) No - 54

c) Can't say - 142

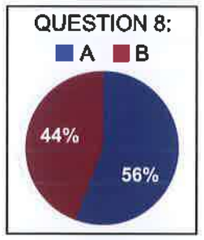

8. Are you aware that the Election Commission has made it mandatory for the contesting candidate to declare their criminal records through public platform?

Ans. **a) Yes - 167**

b) No-133

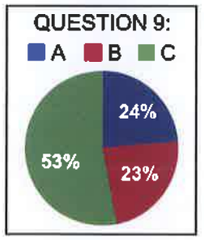

9. Would such declarations prevent candidates with criminal antecedents from contesting in future elections?

Ans. **a) Yes - 71**

b) No- 70

c) Can't say-159

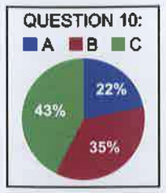

10. Is the Third Gender community adequately nominated by political parties to contest in the ongoing elections?

Ans. **a) Yes - 66**

b) No - 106

c) Can't Say - 128

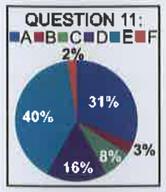

11. According to you which platform is being used mostly by political parties?

Ans. **a) Television – 93** **b) Print Media – 10**
c) Radio – 23 **d) Social media – 48**
e) Rally – 119 **f) Others-Specify – 7**

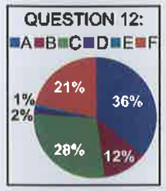

12. Which source of communication do you access the most to procure information regarding the current election?

Ans. **a) Social Media – 108** **b) Print Media – 35**
c) Television – 85 **d) Radio – 6**
e) Others-Specify – 2 **f) All of the above – 64**

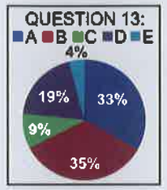

13. Which issue do you think is being highlighted the most by the political parties?

Ans. **a) National Security – 99** **b) Employment – 103**
c) Gender Equality – 28 **d) Agricultural Distress – 58**
e) Others-Specify – 12

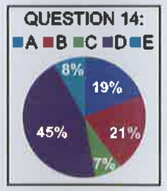

14. Is any of the following issues has been politicized by the national political parties?

Ans. **a) Demonetization – 57** **b) Surgical Strikes – 63**
c) Caste Issues – 21 **d) All of the above – 135**
e) None of the above – 24

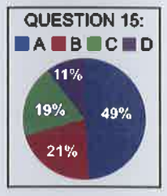

15. According to you which coalition is likely to win 2019 elections?

Ans. **a) NDA – 147**

b) UPA – 64

c) Third Front – 58

d) Others-Specify – 31

Observations

- Several eligible respondents are yet to receive their voter id card.
- They access different sources to get information about the working of political parties. But students have a preference for the digital platform for procuring information.
- More awareness is required for the knowledge of national parties and women candidates contesting the election.
- 49% of the respondents think that NDA has a higher chance of winning 2019 Lok Sabha elections.
- They were reluctant in giving their opinion in some matters and have not specified other options when they were asked to.

Acknowledgement

- We would thank our Principal Dr. Aditi Dey for her support and encouragement.
- We would thank the respondents for their participation in the survey.
- We would also thank the teachers of our department, Ms Debolina Mukherjee, HoD, Dr. Mandar Mukherjee , Ms Urmi Gupta and Dr. Siuli Mukherjee for their support and guidance.
- We would also thank the librarian and the staffs of General Library of our College.

Bibliography

Books:

1. Chandra, Bipan 2007,*India Since Independence,* Penguin Books India Private Limited, New Delhi, India; pp; 185-208.
2. Chatterjee, Rakhahari 2014, *Politics India: The State-Society Interface,* Third Edition, Levant Books, Kolkata, India; pp; 120-125.

Web Sources:

1. http://www.bspindia.org/about-bsp.php
2. https://indianexpress.com/elections/bjp-manifesto-2019-pdf-pm-modi-bjp-promises-lok-sabha-elections-2019-5664746/
3. https://eci.gov.in/elections/election/#
4. https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/lok-sabha/india/india-now-has-2293-political-parties-149-registered-between-february-march/articleshow/68451605.cms

---

[1](https://images.indianexpress.com/2019/04/bjp-election-2019-english.pdf)

[2](https://manifesto.inc.in/)

[3](https://www.indiatoday.in › Elections › Lok Sabha 2019)

[4](http://aitcofficial.org/election2019/)

[5](https://www.cpim.org/documents/election-manifesto-17th-lok-sabha-2019)

[6](https://cpim.org/pressbriefs/cpim-election-manifesto-17th-lok-sabha)